সর্বভারতীয় চারুকলা মন্দির

(অল-ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাসোসিয়েশন)

– পাঠ্যক্রম –

SARVA BHARATIYA CHARU KALA MANDIR

চিত্রকলা

www.CharukalaMandir.org

চিত্রকলা

ব্যবহারিক ও শাস্ত্র পাঠ্যক্রম
(Painting Course Practical & Theoritical)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— প্রথম বর্ষ হইতে চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত চিত্রকলার ব্যবহারিক (Practical) পরীক্ষার ৬০ দিন পূর্বে পরীক্ষার্থীদের ২টি করে চিত্র জমা দিতে হবে এবং পঞ্চম বর্ষ হইতে অষ্টম বর্ষ পর্যন্ত ৫টি চিত্র (২টি ওয়াটার কালার ও ৩টে ওয়ল্ কালার) জমা দিতে হবে।

ব্যবহারিক (Practical) পরীক্ষার নম্বরের ২০% (কুড়ি শতাংশ) স্কেচ / চিত্রের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে।

চিত্রকলার দ্বিতীয় বর্ষ থেকে শাস্ত্র (Theory) পরীক্ষা গৃহীত হবে।

পঞ্চম বর্ষ হইতে অষ্টম বর্ষ পর্যন্ত ব্যবহারিক (Practical) পরীক্ষা দুটি বিষয় ও দুটি মাধ্যমের (ওয়াটার কালার ও ওয়ল্ কালার) উপর গৃহীত হবে।

প্রাক্-প্রাথমিক বর্ষ

(Preliminary Part-I) ব্যবহারিক (Practical)

বিষয় — বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। যা খুশী সুন্দর আঁকতে পারা।

প্রাক্-প্রাথমিক দ্বিতীয় বর্ষ

(Preliminary Part-II) ব্যবহারিক (Practical)

পেন্সিল ড্রইং, প্যাস্টেলে যা খুশী আঁকা।

প্রাক্-প্রাথমিক তৃতীয় বর্ষ

(Preliminary Part-III) ব্যবহারিক (Practical)

প্যাস্টেল অথবা জল রঙ-এ নিজের মনোমত যে কোন বিষয় নিয়ে কম্পোজিশন।

www.CharukalaMandir.org

প্রাথমিক বর্ষ

(Preliminary) ব্যবহারিক (Practical)

প্যাষ্টেল, পেন্সিল ড্রয়িং অথবা জল রঙ-এ যা খুশী আঁকা অথবা মনোমত যে কোন বিষয় নিয়ে কম্পোজিশন।

First Year
প্রথম বর্ষ

(জুনিয়র ডিপ্লোমা পার্ট ওয়ান)

ব্যবহারিক (Practical) ১০০ নম্বর

পেন্সিল স্কেচ ঃ— নেচার / হিউম্যান ফিগার, ব্লাকবোর্ড স্টাডি।
কম্পোজিশন ঃ— ওয়াটার কালার অথবা প্যাস্টেলে। পেপার কোলাজ (কালার পেপার)।

Second Year
দ্বিতীয় বর্ষ

(জুনিয়র ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক (Practical) ১০০ নম্বর

নেচার স্টাডি ঃ— পেন্সিল, কালি অথবা ওয়াটার কালার
পারসপেকটিভ (পরিপ্রেক্ষিত) স্টাডি।
স্কেচ ঃ— পেন্সিল, পেন, কালি,
পেন্টিং ঃ— ওয়াটার কালার,
ইমাজিনেশন কম্পোজিশন ঃ— ওয়াটার কালার।
চার্ট ড্রইং ঃ— পেন্সিল / ব্লাক এন্ড হোয়াইট।

শাস্ত্র (Theory) ১০০ নম্বর

পরিভাষা ঃ— ড্রইং, ক্ষেত্র, রেখা টোন, বর্ণ, ছন্দ, আকৃতি ও ভঙ্গিমা, স্কেচ কাকে বলে। সরল রেখা ও বক্র রেখা। ছবি আঁকার সরঞ্জাম। ছবি কাকে বলে। কম্পোজিশন ও বর্ণনা। চরিত্র ও ভাব ভঙ্গি। চিত্র ভাস্কর্যের পার্থক্য।
রঙের পরিচয় ঃ— মূল রঙ তিনটির বর্ণনা, জল রঙ ও অয়েল প্যাষ্টেলের পরিচয়।
জীবনী ঃ— রাজা রবিবর্মা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু ও দেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী।

Third Year
তৃতীয় বর্ষ

(সিনিয়র ডিপ্লোমা পার্ট ওয়ান)

ব্যবহারিক (Practical) ১০০ নম্বর

ষ্টিল লাইফ স্টাডি ঃ— পেন্সিল, ওয়াটার কালার।
পারসপেকটিভ স্টাডি ঃ— পেন্সিল, ওয়াটার কালার।
নেচার স্টাডি ঃ— পেন্সিল, ওয়াটার কালার।
এ্যান্টিক স্টাডি ঃ— পেন্সিল, ওয়াটার কালার।
ডেকরেটিভ আর্ট ও ড্রপারী স্টাডি ঃ— ওয়াটার কালার।
কম্পোজিনশন -স্কেচ ঃ— পেন, পেন্সিল ও কালি।

শাস্ত্র (Theory) ১০০ নম্বর

পরিভাষা ঃ— পরিপ্রেক্ষিত, বর্ণপরিপ্রেক্ষিত, বর্ণের ঐক্যতান, বর্ণের সুর, পদ্ধতি, রূপ, ফ্রেস্কো, টেম্পারা ও মোজাইক। শিল্প ও তার ভাষাতে শাস্ত্রীয় শিল্প (অ্যাকাডেমিক আর্ট, লোক শিল্প (ফোক আর্ট) পরশিল্প (ফরেন আর্ট) ও মিশ্র শিল্পের (অ্যাডাপটের আর্ট) পরস্পরের পার্থক্য। শিল্পের সচলতা ও অচলতা জ্ঞান। আলো ছায়াতে রেখাচিত্র।

পেপার কাটিং — এরই উন্নত রূপ হল কোলাজ। দেহাবয়ব অঙ্গনে (এ্যানাটমী ড্রইং) প্রাচীন গ্রীক-ইউরোপীয় শিল্পীর মতবাদই ভারতীয় শিল্পীদের প্রভাবিত করছে - বিস্তারিত আলোচনা।

জীবনী ঃ— গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যামিনী প্রকাশ গঙ্গে াপাধ্যায়, অসিত কুমার হালদার, মাইকেল এ্যাঞ্জিলো ও লিওনার্দো-দা-ভিন্‌চি।

★ বিগত বর্ষের শাস্ত্র ও ব্যবহারিক বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হবে।

Fourth Year
চতুর্থ বর্ষ

(সিনিয়র ডিপ্লোমা পার্ট-টু)

ব্যবহারিক (Practical) ১০০ নম্বর

ষ্টিল লাইফ স্টাডি ঃ— ওয়াটার কালার ও ওয়ল্ কলার।
কম্মোজিশন ঃ— ওয়াটার কালার এবং ওয়ল্ কালার।
আউটডোর স্টাডি ঃ— পেন্সিল এবং ওয়াটার কালার।
পোর্টরেট স্টাডি ঃ— পেন্সিল, ওয়াটার এবং ওয়ল্ কালার।
নেচার স্টাডি ঃ— ওয়াটার কালার এবং পেন্সিল।
স্কেচিং ঃ— পেন্সিল, পেন এবং কালি।

www.CharukalaMandir.org

শাস্ত্র (Theory) ১০০ নম্বর

পরিভাষা ঃ— স্কেচ্, পোর্টরেট, ল্যান্ডস্কেপ, গ্রাফিকস, স্টিল লাইফ। রঙ প্রস্তুত প্রণালী। তেল রঙের জন্মদাতা ও আবিষ্কার। চিত্র এবং ভাস্কর্যের পার্থক্য। ড্রইং বা সাধারণ ছবি হল চোখ দিয়ে দেখা, আর শিল্পের ছবি হল মন দিয়ে দেখা — কথাটির তাৎপর্য। আর্টিস্ট কথাটার প্রতিশব্দ হল 'রূপদক্ষ', সঠিক রূপসৃষ্টি করতে হলে নেচার স্টাডি করতে হয় - অভিমত। কথার ব্যাকরণে যাকে বলে 'ধাতু' ছবির ব্যাকরণে তার নাম কাঠামো (ফরম) উদাহরণ সহযোগে আলোচনা। চিত্রের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে শিল্পীর অনুসৃত পদ্ধতির ওপরে সেই পদ্ধতির (মিডিয়ম) সংক্ষিপ্ত আলোচনা। পরিপ্রেক্ষিত (Perspective) ও পরিপ্রেক্ষিতের মূল সূত্র গঠন। রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রথম সূচনা হয় ইটালীতে — সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

জীবনী ঃ— পল সেজান, ক্ষিতিন্দ্রনাথ মজুমদার, পাব্‌লো পিকাসো, র‍্যাফায়েল, ভ্যানগগ ও যামিনী রায়।

★ বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র ও ব্যবহারিক বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হবে।

Fifth Year
পঞ্চম বর্ষ

(সিনিয়র ডিপ্লোমা পার্ট থ্রী)

ব্যবহারিক (Practical) ১০০ নম্বর

আউট-ডোর-স্টাডি ঃ— ওয়াটার কালার।
পোর্টরেট স্টাডি ঃ— ওয়ল্ এবং ওয়াটার কালার।
স্টিল লাইফ স্টাডি ঃ— ওয়াটার এবং ওয়েল কালার।
কম্পোজিশন ঃ— ওয়ল্ এবং ওয়াটার কালার।
লাইফ স্টাডি ঃ— পেন্সিল, স্কেচিং-পেন্সিল।

শাস্ত্র (Theory) ১০০ নম্বর

চারুশিল্প, কারুশিল্প ও লোকশিল্পের আলোচনা।

প্রাচ্য পারস্পেকটিভের নিয়ম কানুন পাশ্চাত্য পারস্পেকটিভের একবারে বিপরীত এমনকি পরিপন্থী - আলোচনা। বর্ণের সুর, রূপ। শিল্প কি?

চিত্রের ছয়টি অঙ্গের বর্ণনা। ইউরোপীয় শিল্পের ক্রমবিকাশ। ভারতীয় চিত্রকলার পারস্যের প্রভাব। বাংলার প্রাচীন চিত্রকলা ও পটচিত্র। আধুনিক চিত্রকলার ক্রমবিকাশ। রেনেসাঁস্ যুগ কি? তখনকার চিত্রকলার উন্নতি — কয়েকজন শিল্পীর আলোচনা।

শিল্পশিক্ষার প্রারম্ভিক পর্যায়ে অ্যান্টিক স্টাডি বা প্রাচীন পুরামূর্তি দেখে অঙ্কন শিক্ষার আবশ্যকতা। আলোছায়াতে রেখাচিত্র ফোটানো।

জীবনী ঃ— চীমাবুয়ে, তিশিয়ান, হুবার্ট ভ্যান আইক ও জন ভ্যানআইক, দ্যামিয়ে, মতিস ও রামকিঙ্কর বেইজ।

★ বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র ও ব্যবহারিক বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হবে।

Sixth Year
ষষ্ঠ বর্ষ

(সিনিয়র ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক (Practical) ১০০ নম্বর

কম্পোজিশন ঃ— ওয়ল্ কালার
লাইফ স্টাডি ঃ— ওয়ল্ এবং ওয়াটার কালার
পারসপেকটিভ স্টাডি ঃ— ওয়াটার এবং ওয়ল্ কালার
এ্যান্টিক স্টাডি ঃ— ওয়ল্ কালার।
ষ্টিল লাইফ স্টাডি ঃ— ওয়ল্ কালার।

শাস্ত্র (Theory) ১০০ নম্বর

দি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট। একই অজন্তার ছবি তার পুরাতত্ব রসতত্ব রয়েছে রূপ বিদ্যার মধ্যে এ সবারই স্থান আছে - কথাটির তাৎপর্য।

ঋষি রবীন্দ্রনাথের শিল্প সাধনা। ভারত শিল্পের জাগরণে অবনীন্দ্রনাথের স্কুল তথা শান্তিনিকেতন কলাভবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রাগ-রাগিনী বিষয়ে চিত্র রচনার কথা - কোন শিল্পীদের মধ্যে প্রথম উদয় হয় — বিস্তারিত ব্যাখ্যা। পোষ্ট ইম্প্রেসনিজম (Post Impressionism)- এর জন্মদাতা কে এবং তাঁর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। রেনেসাঁসের মধ্যভাগে তিনজন মহান শিল্পীর মূল্যায়ন। বিদেশে ভারতীয় চিত্রশিল্পের প্রভাব। চিত্রের ষড়ঙ্গ।

জীবনী ঃ- জত্তো, রেমবরান্ট, পলসেজান, তিশিয়ান, ক্লোদ লোরেন, প্যাবলো পিকাসো ও পল গোগ্যাঁ।

★ বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র ও ব্যবহারিক বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হবে।

Seventh Year
সপ্তম বর্ষ

(চিত্রকলা বিশারদ - পার্ট ওয়ান)

ব্যবহারিক (Practical) ১০০ নম্বর

পরিপ্রেক্ষিতের পরে মডেলের উপর আলো ও ছায়ার স্টাডি, অ্যান্টিক স্টাডি। লাইফ স্টাডি। কম্পোজিশন ও মডেলিং। নির্বাচিত ফ্লাওয়ার স্টাডি। রঙ্গীন ল্যান্ডস্কেপ স্টাডি ড্রইং ও পেন্টিং (ওয়েষ্টার্ণ ও ইন্ডিয়ান ষ্টাইল)। গ্রাফিক

www.CharukalaMandir.org

ডিজাইন ও পেন্টিং, মুরাল পেন্টিং। ক্লে মডেলিং। পোর্টরেট স্টাডি। ষ্টিল লাইফ পেন্টিং, লিফ্ স্টাডি।

শাস্ত্র (Theory) ১০০ নম্বর

রেনেসাঁসের সময়ে ইউরোপের অন্যান্য চিত্রকলার কি অবস্থা ছিলো — এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখা। ভারত শিল্পে নব জাগরণ।

কোলাজকে বাংলায় সাঁটা ছবি বললে এর প্রকৃতি অর্থ ব্যক্ত হয় না — মতামত। ১৪০০ থেকে ১৫০০ খ্রীঃ রেনেসাঁসের প্রথম যুগ তখনকার শিল্পকলার সম্বন্ধে আলোচনা। অজন্তা গুহার ভাস্কর্য ও চিত্রকলা। মিশরের শিল্পকথা।

ইলোরার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। চৈনিক চিত্রকলা।

বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে শুরু করে পাঁচেক দশকের শেষ পর্যন্ত যে সব শিল্পীর জন্ম, তাঁদের শিল্প সাধনার স্বরূপ।

ইংরাজী Mode of Painting কথাটির তাৎপর্য এবং হোকুশাই, মাইকেলেঞ্জেলো ও ভেরমিরের অঙ্কনের ধরণ। ভারতীয় চিত্রকলায় পারস্যের প্রভাব। দুটি গুহাচিত্রের বিবরণ। রেনেসাঁসের আগে চিত্রাঙ্কন, মূর্তিনির্মাণ ও স্থাপত্যবিদ্যা চারুকলা হিসাবে গন্য হতো না — মতামত। চিত্রকলা চর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস। মিশরের শিল্পকথা ও চিত্রকলা। বাংলা ভাষায় শিল্পালোচনার ক্ষেত্রে কয়েকটির পরিভাষা। বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্র ও জীবনী মূল্যায়ন।

★ বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র ও ব্যবহারিক বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হবে।

Eighth Year
অষ্টম বর্ষ

(চিত্রকলা বিশারদ)

মোট ৫০০ নম্বর

ব্যবহারিক (Practical) ৩০০ নম্বর

রঙ্গীন ল্যান্ডস্কেপ স্টাডি। ড্রইং ও পেন্টিং (ওয়েষ্টার্ন ও ইন্ডিয়ান স্টাইল) পোর্টরেট স্টাডি। লিফ্ স্টাডি। স্টিল লাইফ। অ্যান্টিক স্টাডি। কম্পোজিশন ও মডেলিং। লাইফ স্টাডি।

শাস্ত্র (Theory) ২০০ নম্বর

আপনার পাঠ্যক্রমের প্রথম বর্ষ থেকে সপ্তম বর্ষ পর্যন্ত শাস্ত্র বিষয়ের উপর সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকবে। মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার ভাস্কর্য। অজন্তা গুহার ভাস্কর্য ও চিত্রকলা। মিশরের শিল্পকথা। বাগগুহার চিত্র। বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্র ও জীবনী মূল্যায়ন।

www.CharukalaMandir.org

নিয়মাবলী

সর্বভারতীয় চারুকলা মন্দির

(All India Fine Arts Association)

[Regd. by Govt. West Bengal]

প্রতিষ্ঠাত্রী — প্রয়াত শিক্ষাবিদ ডঃ রমা চৌধুরী

ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত, নৃত্যকলা, যন্ত্রসঙ্গীত, আবৃত্তি ও চিত্রাংকন চর্চার সুষ্ঠ প্রচার, প্রসার, গবেষণা এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে বহু যশস্বী শিল্পীদের মিলিত প্রচেষ্টায় সর্বভারতীয় চারুকলা মন্দির (অল-ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাসোসিয়েশন)-এর জন্ম। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক রেজিষ্ট্রীকৃত।

পরিচালন ব্যবস্থায় চারটি বিভাগ আছে — চারুকলার উত্তরসূরীদের একটা নির্দিষ্ট মানে শিক্ষা দিতে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সঠিক মান নির্ণয় করা। প্রশিক্ষণ, গবেষণা, চিত্র প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠান ব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে চরুকলার পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, এছাড়া নতুন প্রতিভা ও গুণীজনদেরও স্বীকৃতি ও সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

কোন চিত্রকলা ও সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানকে সর্বভারতী চারুকলা মন্দিরের (All India Fine Arts Association) অনুমোদন লইবার জন্য ১০০০ টাকা ফি সহ একটি নির্ধারিত আবেদন পত্র পূরণ করিয়া পাঠাইতে হইবে এবং নূন্যপক্ষে ১০০ (একশত) জন পরীক্ষার্থী প্রয়োজন। কোন কেন্দ্রে ১০০ জনের কম পরীক্ষার্থী হইলে ব্যবহারিক (Practical) পরীক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার সেই কেন্দ্র ব্যবস্থাপকের উপর বর্তাইবে। (৭ম-৮ম বর্ষের 'সঙ্গীত আচার্য্য' ও চিত্রকলা বিশারদ আবৃত্তি বিশারদ পরীক্ষার জন্য চারুকলা মন্দিরে আসিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে।

ভারতবর্ষের বহু বিশিষ্ট শিল্পীরা সর্বভারতীয় চারুকলা মন্দিরের বোর্ডে আছেন। চারুকলা মন্দিরের কার্যকাল প্রতি বৎসর ১লা এপ্রিল হইতে পরবর্তী বর্ষের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত।

চারুকলা মন্দিরের সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম ৮ বৎসরের। জুনিয়র, সিনিয়র ডিপ্লোমা, সঙ্গীত বিশারদ। সঙ্গীত আচার্য্য, আবৃত্তি বিশারদ ও চিত্রকলা বিশারদ। সপ্তম, অষ্টম বর্ষে সেই সকল পরীক্ষার্দী আবেদন করতে পারবেন

www.CharukalaMandir.org

যারা শিক্ষাগত ভাবে বি.এ. ও এম.এ. অথবা উহার সমতুল্য অন্য কোন স্বীকৃত প্রাপ্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

সর্বভারতীয় চারুকলা মন্দির কর্তৃক প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে শাস্ত্র (Theory) পরীক্ষা গৃহীত হবে। সমস্ত বিষয়ের ব্যবহারিক (Practical) পরীক্ষা ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হবে। শাস্ত্র (Theory) পরীক্ষার ২৪ ঘন্টার মধ্যে (কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল উত্তর/দক্ষিণ ২৪ পরগণার কেন্দ্র ব্যবস্থাপক) খাতা জমা না দিলে শাস্ত্র পরীক্ষা বাতিল বলিয়া গণ্য হবে।

প্রাক্ প্রাথমিক হইতে ২য় বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে জুনিয়র ডিপ্লোমা, ৩য় বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে সিনিয়র ডিপ্লোমা ৪র্থ-৫ম বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে 'সঙ্গীত বিশারদ' এবং ৬ষ্ঠ - ৭ম বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে "সঙ্গীত আচার্য্য" উপাধি দেওয়া হয়। 'চিত্রকলা ও আবৃত্তির' ক্ষেত্রে ৫ম বর্ষ এবং ৬ষ্ঠ - ৭ম - ৮ম বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে সিনিয়র ডিপ্লোমা এবং আবৃত্তি-চিত্রকলা বিশারদ উপাধি দেওয়া হয়। চিত্রকলা ও আবৃত্তির সিনিয়র ডিপ্লোমা উত্তীর্ণ হইবার এবং সঙ্গীত বিশারদ বা সমতুল্য অন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ২ বৎসর পর ষষ্ঠ বর্ষ এবং তার দু বৎসর পর সপ্তম বর্ষ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া যাবে।

অন্ধ ও লিখিত অক্ষম পরীক্ষার্থীদের জন্য অ্যাসোসিয়েশন হইতে শ্রুতি লেখকের অনুমতি লওয়া প্রয়োজন।

পাঠ্যক্রম

- ***Pr.-I - Pr. :*** যেমন খুশি আঁকো / গ্রামের দৃশ্য
- ***1st :*** বাউল, শীতকাল, গ্রীষ্মকাল (শহর, গ্রাম) যে কোন খেলা
- ***2nd :*** বেলুনওয়ালা, বৃক্ষরোপন, নিরক্ষরতা
- ***3rd :*** দোল, আগমনী, উৎসব, বইমেলা, গ্রামীণ হাট
- ***4th :*** মেলা, মিছিলের চিত্র (গ্রাম / শহরের), আস্তাবল
- ***5th :*** চিড়িয়াখানা / রেলওয়ে স্টেশন, ফুলবিক্রেতা, স্টিল লাইফ
- ***6th :*** পাখি বিক্রেতা, সাইকেলের দোকান, স্টিল লাইফ, সমুদ্র তীরের ছবি
- ***7th :*** আঞ্চলিক উৎসব, ট্রেন, কম্পার্টমেন্টের দৃশ্য, হকার, স্টিল লাইফ, দৈনন্দিন জীবন যাত্রার উপর ছবি

নবম সংস্করণ পাঠ্যসূচী ১লা এপ্রিল, ২০১৪ সাল হইতে প্রযোজ্য

চিত্রকলা

মূল্য - পঞ্চাশ টাকা

সর্বভারতীয় চারুকলা মন্দিরের পক্ষে কর্মসচিব কর্তৃক প্রকাশিত।
রেজিঃ হেড অফিস - ৫বি/৩, বিপিন মিত্র লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪
দূরভাষ - ০৩৩ ২৫৫৫ ০০৪৯ মোবাইল - ৯৮৩১১৪৩৭৯২

সর্বভারতীয় চারুকলা মন্দির

(অল-ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাসোসিয়েশন)

— পাঠ্যক্রম —

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত

(Indian Classical Music)

www.CharukalaMandir.org

শাস্ত্রীয় কন্ঠ ও যন্ত্র সংগীতের

পাঠ্যসূচী

(যন্ত্রঃ সরোদ, সেতার, বেহালা, এস্রাজ, সুরবাহার, ম্যান্ডোলীন, তারসানাই, গীটার, বাঁশী, সানাই, সন্তুর ইত্যাদি)।

প্রাথমিক হইতে চতুর্থ বর্ষ পর্য্যন্ত সকল বিষয়ের ব্যবহারিক - ১০০ ও শাস্ত্র (একটি প্রশ্নপত্র) — ১০০ নম্বরের হইবে। সকল পরীক্ষায় পূর্ববর্তী বর্ষের বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইবে। ৫ম হইতে ৭ম বর্ষের ২০০ নম্বরের (২টি প্রশ্নপত্র) শাস্ত্র ও ব্যবহারিক ২০০ নম্বরের হইবে। কেবলমাত্র ৫ম বর্ষের ভাবসংগীত, লোকসংগীত, ভরতনাট্যম, লোকনৃত্য, ওড়িশী, রবীন্দ্রনৃত্য ও নজরূলগীতি পরীক্ষায় শাস্ত্রের একটি প্রশ্নপত্র হইবে।

প্রাথমিক বর্ষ

(এই বর্ষের শাস্ত্র পরীক্ষা মৌখিক হইবে)

ব্যবহারিক

২টি ভিন্ন প্রকারের অলংকার। বিলাবিল ও ইমন রাগের লক্ষণগীত বা 'সরগম' গীত (স্বরমালিকা) রজাখানি গৎ। তাল ঃ ত্রিতাল ও দাদরা। ঠেকা দুটি হাতের সাহায্যে প্রদর্শন।

শাস্ত্র

সংগীত, স্বরমালিকা ও লক্ষণগীত বা রজাখানি গৎ, ঠেকা, তালি, অলংকার, মাত্রা, সম, বাদী, আরোহণ, অবরোহণ, এবং উপরোক্ত দুটি রাগের পরিচিত।

www.CharukalaMandir.org

প্রথম বর্ষ

ব্যবহারিক

ইমন, বেহাগ, খাম্বাজ, কাফি, ভৈরব, ভৈরবী ও ভূপালী রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানি গৎ। ভৈরবী ও কাফি রাগে ২টি করে ভিন্ন প্রকারের অলংকার। তাল ঃ ত্রিতাল, একতাল, ঝাঁপতাল। তালগুলির ঠেকা ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে হাতের সাহায্যে প্রদর্শন। ১২টি শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের জ্ঞান।

শাস্ত্র

নাদ, শ্রুতি, বর্জ, রাগ, মীর, সপ্তক, বর্ণের প্রকার, বিবাদী, অনুবাদী, আলাপ, তান, লয়, তাল, বিভাগ, আবর্তন। রাগের জাতির বর্ণনা রাগ ও ঠাঠের পার্থক্য, পকড়। প্রতিটি রাগ ও তালগুলির পরিচিত। ভাতখন্ডের স্বর-তালগুলির সম্পূর্ণ জ্ঞান।

যে কোন দু'টি রাগের তুলনা।

জীবনী ঃ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, পন্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখন্ডে ও আমীর খসরু।

যন্ত্র সঙ্গীত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিও সংযুক্ত হইবে ঃ-
তোড়া, মসিদখানি গৎ।

দ্বিতীয় বর্ষ

(জুনিয়ার ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

ভীমপলশ্রী, বাগেশ্রী, পটদীপ, আশাবরী, দুর্গা, দেশ ও বৃন্দাবনী সারং রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানি গৎ। কণ্ঠ সংগীতের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ঠায় লয়ে উপরোক্ত যে কোন একটি রাগের ধ্রুপদ। আলাপ শুনিয়া রাগ চিনিবার ক্ষমতা। হাতের ঠেকার সাহায্যে নিম্নোক্ত তালগুলি ঠায়, দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে প্রদর্শন ঃ তেওড়া, রূপক ও চৌতাল।

শাস্ত্র

সপ্তকের পূর্বাংগ-উত্তরাংগ। নিজ পাঠ্যক্রমের রাগ ও তালের পরিচয় এবং ঠায়, দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে তাললিপিতে লিখন। স্বর ও তাললিপি পদ্ধতির সম্পূর্ণ জ্ঞান। স্বর দেখিয়া রাগ চেনা। গীতের অবয়ব- খেয়াল, ধ্রুপদ ও ভজন, পারস্পারিক পার্থক্য ঃ শ্রুতি-স্বর, তান-আলাপ, তান-লয়, নাদ শ্রুতি।

www.CharukalaMandir.org

স্বরলিপি লিখন। নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গান। তানপুরা ও বাঁয়া তবলার বর্ণনা। বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকরের স্বর ও তাললিপির সম্পূর্ণ জ্ঞান। নাদের বিশেষত্ব, বর্ণ, স্পর্শস্বর, বক্রস্বর, গ্রহ, অংশ, ন্যাস, গমক, আশ্রয় রাগ, জন্যরাগ, শুদ্ধ ছায়ালক, সংকীর্ণ রাগ।

জীবনী ঃ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, গিরিজা শংকর চক্রবর্ত্তী, বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকর ও গোপাল চক্রবর্ত্তী।

যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিও সংযুক্ত হইবেঃ-

সুত, খটকা, মুর্কী, ঝালা, ঘসিট, জমজমা ও বাজ এবং বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা।

তৃতীয় বর্ষ

(সিনিয়র ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

হাম্বীর, পূরবী, বাহার, জৌনপুরী, শংকরা, মুলতানী, কেদারা, মালকোষ রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ। উপরোক্ত রাগের যে কোন একটি বিলম্বিত খেয়াল বা মসিদখানী গৎ।

উপরোক্ত রাগের যে কোন একটি ধ্রুপদ (ঠায় দ্বিগুণ লয়ে) এবং একটি ধামার (ঠায় লয়ে হাতের ঠেকার সাহায্যে) কল্যাণ ঠাটে ৪টি কঠিন অলংকার। আপাল শুনিয়া রাগ চিনিবার ক্ষমতা এবং রাগের সমতা ও বিভিন্নতা। তানপুরা মিলানের জ্ঞান।

তাল ঃ ধামার, তিলওয়াড়া ও সুরফাঁকতাল।

শাস্ত্র

গীতের স্বরলিপি লেখার অভ্যাস। ২২টি শ্রুতি স্বর বিভাজন (আধুনিক ও প্রাচীন মতে)। গায়কের দোষগুণ। রাগ রাগিনী পদ্ধতি। তান ও তাহার প্রকার। সন্ধিপ্রকাশ রাগ। গীতের অবয়ব ঃ তারনা। আবির্ভাব-তিরোভাব। অল্পত্ব বহুত্ব। রাগ ও তাল পরিচিত। ভাতখণ্ডে ও পালুসকর তাল পদ্ধতির পারস্পারিক তুলনা। পরমেল-প্রবেশক রাগ, গমক ও উহার প্রকার স্বর ও সময় অনুসারে রাগের তিন বর্গ।

যন্ত্রের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিও সংযুক্ত হইবে ঃ- তরব, জোড়, অনুলোম, বিলোম, কসবি ও অতাই।

জীবনী ঃ ফৈরাজ খাঁ, তানসেন, তারাপদ চক্রবর্তী, রামশংকর ভট্টাচার্য্য ও গণপাত রাও।

www.CharukalaMandir.org

চতুর্থ বর্ষ

ব্যবহারিক

তিলক কামোদ, রাগেশ্রী, জয়জয়ন্তী, কামোদ, সোহিনী, হিন্দোল, গৌরসারং, আড়ানা, বসন্ত ও পরজ রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখনী গৎ। উপরোক্ত রাগের যে কোন ২টি বিলম্বিত খেয়াল বা মসিদখানী গৎ। উপরোক্ত রাগের মধ্য হইতে (কেবলমাত্র কণ্ঠ সংগীতের ক্ষেত্রে) যে কোন একটি ধ্রুপদ ও ধামার (ঠায় দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে) ও একটি তারানা, মারোয়া ঠাটে ৫টি কঠিন অলংকার। রাগের সমতা-বিভিন্নতা ও অল্পত্ব প্রদর্শন।

তাল ঃ ঝুমড়া, শিখর, মত্ত, পঞ্চম সওয়ারী ও আড়াচৌতাল।

শাস্ত্র

টপ্পা, ঠুংরী, তারানা ও গীত-গজলের বিস্তৃত বিবরণ। দ্বিগুণ লয়ে স্বরলিপি ও তাললিপি লিখন। কোন গীতকে রাগবদ্ধ করিয়া স্বরলিপিতে লিখন। নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গান, রাগালাপ, রূপকালাপ, আক্ষিপ্তিকা, প্রাচীন ও আধুনিক আলাপ গায়ন পদ্ধতি, জাতি গায়ন, দেশী ও মার্গ সংগীত। বীণার তারে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর স্থাপনা, হিন্দুস্থানী ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত পদ্ধতির স্বর ও তালের সমতা ও বিভিন্নতা। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস। উত্তর ভারতীয় পদ্ধতিতে ৩২টি ঠাটের রচনা।

জীবনী ঃ স্বামী হরিদাস, ক্ষেত্র মোহন, গোস্বামী, আবিদ হোসেন, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোকুল নাগ, করিম খাঁ, উজীর খাঁ ও শারংগদেব।

দ্রষ্টব্য

যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক-এ ধ্রুপদ, ধামার ও তারানা বর্জিত।

পঞ্চম বর্ষ

(সংগীত বিশারদ)

ব্যবহারিক

গৌড়মল্লার, মারোয়া, দরবারী কানাড়া, পূরিয়া, টৌড়ী, রামকেলী, দেশকার, পুরিয়া ধানেশ্রী, শুদ্ধ কল্যাণ, দেশী ও ছায়ানট রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ। উপরোক্ত রাগগুলি হইতে যে কোন ৩টি রাগের বিলম্বিত খেয়াল বা

www.CharukalaMandir.org

মসীদখানী গৎ ও (কণ্ঠ সংগীতের ক্ষেত্রে) ঠায় দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে উপরোক্ত রাগের একটি ধ্রুপদ ও একটি ধামার। তানপুরা মিলানর বিশেষ ক্ষমতা। যে কোন একটি ঠুংরী ও একটি চতুরাংগ ঃ খাম্বাজ, ভৈরবী ও পিলু।

শাস্ত্র

ব্যঙ্কটমুখীর মতানুযায়ী ৭২ ঠাঠের উৎপত্তি এবং একটি ঠাঠ হইতে ৪৮৪টি রাগের সৃষ্টি।

বাগ্যেয়গার, রাগালাপ, রূপকালাপ, স্বরমেল, গায়কী, নায়কী কলাবন্ত, ধ্রুপদের বাণী, গমক ও তাহার প্রকার। ঘরাণার ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য ও অবদান। তানপুরা হইতে সৃষ্ট সহায়ক নাদ, হারমনি, মেলডি, কর্ড, রাগ বর্গীকরণ পাশ্চাত্য স্বরলিপি জ্ঞান, কুরার ও বিয়ার লয়, সুত ও ছুট গান্ধর্ব গীত। সংগীত ও দর্শন।

জীবনী ঃ অহোবল, হোসেন সিরকী, রাজা মানসিংহ তোমর, শ্রীনিবাস ও বৈজু বাওরা।

ষষ্ঠ বর্ষ

ব্যবহারিক

বিলম্বিত / মসীদখানী গৎ ঃ মিয়ামল্লার, ললিত, গুণকেলী, শ্রী, ভাটিয়ার, পুরিয়া কল্যাণ, গুর্জরীটৌড়ী, শ্যামকল্যাণ, শুদ্ধসারং, আহীর ভৈরব।

দ্রুত / রজাখানী গৎ ঃ সাহানা, খাম্বাবতী, মারুবেহাগ, বেহাগড়া, ভৈরব বাহার ও ইমনি বিলাবল এবং উপরোক্ত রাগ।

ধ্রুপদীয়দের জন্য ঃ উপরোক্ত বিলম্বিত রাগগুলির ধ্রুপদ ও দ্রুত রাগগুলির ধামার হইবে।

পূর্ববর্তী বর্ষের প্রতিটি তালের ঠেকা হাতের ইংগিতে আড়লয়ে প্রদর্শন।

শাস্ত্র

মানব জীবনে সংগীতের প্রভাব।

সংগীতের উৎপত্তি। হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতীর মুখ্য সিদ্ধান্ত। পাশ্চাত্য স্বরসপ্তক। পাশ্চাত্য সংগীতের মুখ্য তত্ব। আকার মাত্রিক ও পাশ্চাত্য সহ বিভিন্ন প্রকার স্বরলিপি পদ্ধতির তুলনাত্মক আলোচনা। সংগীতে ভাবপক্ষ ও কলাপক্ষ। সংগীতে আধ্যাত্মিক ভাব। শ্রুতিসমস্যা। কর্ণাটিক স্বর, রাগ তাল ও গায়কীর বিশেষত্ব এবং হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সহিত উহার তুলনা। বহন, শ্রবন ও সয়ম্ভু স্বর। স্বর গুণান্তর। স্বর সম্বাদ। তানপুরার স্বরের সহিত

www.CharukalaMandir.org

আধুনিক স্বর স্থানের তুলনা। হিন্দুস্থানী ঠাঠ ও স্বরলিপি পদ্ধতির উন্নতির উপায়। নির্দিষ্ট কবিতাকে রাগবদ্ধ করিয়া স্বরলিপি লিখন। গাহিয়া রাগের সমতা বিভিন্নতা দেখান। নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ঃ—
অহোবলের সংগীত পারিজাত, গীতগোবিন্দ, লোচনের রাগ-তরঙ্গিনী শ্রীনিবাসের রাগ-তত্ব বিরোধ।
জীবনী ঃ পীরবকস্, সদারংগ, যদুভট্ট, ব্যাংকটমুখী, আলাউদ্দিন খাঁ, জিতেন সেনগুপ্ত, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পন্ডিত রতন জনকার।
যন্ত্রসংগীতের পরীক্ষায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলিও সংযোজিত হইবে ঃ-
বাদ্যের বর্গীকরণ ঃ পার্শ্বতন্ত্র ও সয়ম্ভু স্বরের জ্ঞান, জমজমা ও কৃন্তন।

সপ্তম বর্ষ

(সংগীত আচার্য্য)

ব্যবহারিক

বিলম্বিত / মসীদখানী গৎ ঃ বিলাসখানী টোড়ী, মালগুঞ্জী, আভোগী কানাড়া, সুরমল্লার, দেবগিরি বিলাবল, নটভৈরব, মধুবন্তি ও কৌশিক কানাড়া।
দ্রুত / রজাখানী গৎ ঃ হেমবেহাগ, মেঘমল্লার, নায়কী কানাড়া, হংসকিংকিনী, ভূপালটোড়ী ও গান্ধারী এবং উপরোক্ত রাগ।
ধ্রুপদীয়াদের জন্য ঃ উপরোক্ত বিলম্বিত রাগগুলির ধ্রুপদ ও দ্রুত রাগগুলির ধামার হইবে।

শাস্ত্র

ভারতের রাগসংগীত ও উহার ভবিষ্যৎ। সংগীত ও দর্শন।
সংগীত ইতিহাসের কাল বিভাজন। জাতিগায়ন ও রাগ গায়নের বিকাশ। বৈদিক ও পৌরানিক সংগীত। নায়কী ও গায়কীর বিশেষত্ব ও তারতম্য। গায়কী ও স্বরলিপি পদ্ধতির শিক্ষার পার্থক্য। সংগীতে তালের মহত্ব। ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় সংগীতের নিম্নোক্ত বিষয়গুলির অবস্থার বর্ণনা ঃ স্বর, শ্রুতি, মেল, জাতি, রাগবর্গীকরণ, রাগ-স্বরূপ, গায়ন প্রণালী ইত্যাদি।
নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ঃ—
ভারতের নাট্যশাস্ত্র, সংগীত মরকন্দ, শারংদেবের সংগীত রত্নাকর, মাতংগের বৃহদ্দেশী।
জীবনী ঃ এনায়েৎ খাঁ, মহম্মদ দবীর খাঁ, আমীর খাঁ, উজীর খাঁ, বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ও এমদাদ খাঁ (এনায়েৎ খাঁর পিতা)। ৬ষ্ঠ / ৭ম বর্ষের

www.CharukalaMandir.org

বিলম্বিত রাগগুলি একতাল, ঝুমড়া ও ত্রিতাল এবং দ্রুত রাগগুলি ঝাঁপতাল, একতাল ও ত্রিতালে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬ষ্ঠ / ৭ম বর্ষের ধ্রুপদের তালগুলি তেওড়া, ঝাঁপতাল ও চৌতালে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দ্রষ্টব্য ঃ— ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম বর্ষের প্রথম প্রশ্নপত্রটিশাস্ত্র হইতে এবং দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রটি শাস্ত্র ও ব্যবহারিক হইতে গৃহীত হইবে।

নজরুল গীতি

[কণ্ঠ, গীটার, এস্রাজ বেহালা ইত্যাদি]

(আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিতে পরীক্ষা হইবে)

প্রাথমিক বর্ষ

(এই বর্ষের শাস্ত্র পরীক্ষা মৌখিক হইবে)

ব্যবহারিক

৩টি ভিন্ন প্রকারের অলংকার। ভূপালী ও বিলাবল রাগের স্বরমালিকা বা লক্ষণগীত অথবা রজাখনী গৎ। দাদরা ও কাহারবা তালে যে কোন ২টি নজরুলগীতি। হাতের ঠেকার সাহায্যে ঠায় লয়ে দাদরা ও ত্রিতাল প্রদর্শন।

শাস্ত্র

স্বরমালিকা ও লক্ষণগীতি অথবা রজাখানী গৎ। আরোহণ, অবরোহণ, তালি, খালি, অলংকার, বাদী, সমবাদী এবং উপরোক্ত ২টি রাগের পরিচিতি।

প্রথম বর্ষ

ব্যবহারিক

৬টি ভিন্ন প্রকারের অলংকার। ভৈরব, ভৈরবী রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ। ইমন ও ভৈরবী রাগের ৩টি করে ভিন্ন প্রকারের অলংকার।

দাদরা, কাহারবা ও ত্রিতালে যে কোন ৫টি নজরুলগীতি।

প্রত্যেকটি তালের ঠেকা হাতের ইংগিতে ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে প্রদর্শন।

(গীটার পরীক্ষার্থীদের “A Major Tunning” জানা আবশ্যক)

www.CharukalaMandir.org

শাস্ত্র

সংগীত, স্বর (শুদ্ধ ও বিকৃত), ধ্বনি, শ্রুতি, সপ্তক, (মন্দ, মধ্য ও তার), বাদী, সমবাদী, ঠাঁঠ, রাগ, অলংকার, পকড়, জাতি, (ঔড়ব, ষাড়ব সম্পূর্ণ), স্থায়ী, অন্তরা, রাগের পূর্বাংগ ও উত্তরাংগ, লয়, মাত্রা, তালি, খালি, ঠেকা, সম, বিভাগ, আবর্তন, ঠায় ও দ্বিগুণ। আকার মাত্রিক স্বর ও তাললিপির জ্ঞান। নজরুলের বাল্য জীবন।

জীবনী ঃ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর ও পন্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখন্ডে।

দ্বিতীয় বর্ষ

(জুনিয়ার ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

খাম্বাজ, আশারবী, কাফি ও বেহাগ রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ। বেহাগ রাগের ৪টি ভিন্ন প্রকারের অলংকার। নজরুলের রাগপ্রধান ও দেশাত্মবোধক সংগীত সহ দাদরা, কাহারবা, ত্রিতাল ও ঝাঁপতালে মোট ৬টি গান।

প্রত্যেকটি তালের ঠেকা, ঠায়, দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে হাতের ইংগিতে প্রদর্শন। (গীটার পরীক্ষার্থীদে "A Major Tunning" জানা আবশ্যক)

শাস্ত্র

স্পর্শ স্বর, বক্র স্বর, গমক, মীড়, গ্রহ, অংশ, ন্যাস, জনক ও জন্য রাগ, শুদ্ধ, ছায়ালগ, সংকীর্ণ রাগ। রাগ ও তালের তুলনা। স্বর ও বর্ণ দেখিয়া রাগ ও তাল নির্বাচন। নাদ ও তাহার প্রকার, বর্ণ ও তাহার প্রকার, রাগ ও ঠাঠের পার্থক্য। ভাতখন্ডে স্বরলিপি জ্ঞান। গীতের অবয়ব ঃ দেশাত্মবোধক, শ্যামাসংগীত, বাউল, কাজরী, ধ্রুপদ ও খেয়াল।

জীবনী ঃ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী ও আংগুরবালা দেবী।

তৃতীয় বর্ষ

(সিনিয়র ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

বৃন্দাবনী সারং, ভীমপলশ্রী, পটদীপ, বাহার ও দুর্গা রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখনী গৎ। নজরুলের রাগপ্রধান — ১, ভাটিয়ালী — ১, ঝুমুর — ১,

www.CharukalaMandir.org

শ্যামাসংগীত — ১, লঘুসংগীত — ২।
তাল ঃ তেওড়া, সুরফাঁকতাল, আদ্ধা, একতাল ও চৌতাল।
গীটারে "E Major Tunning" জানা আবশ্যক।

শাস্ত্র

শ্রুতি-স্বর-বিভাজন, গায়কের দোষ-গুণ। আকার মাত্রিক পদ্ধতিতে স্বর ও তাললিপি লিখন। ধ্রুপদের বাণী, সন্ধিপ্রকাশ রাগ, আবির্ভাব তিরোভাব, আলাপ গায়ন বিধি, তানের প্রকার, নিবদ্ধ-অনিবদ্ধ গান, স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী আভোগ, তিনগুন। তানপুরা, বাঁয়া-তবলা, খোল, পাখোয়াজ, এস্রাজ-এর বিবরণ। সম প্রকৃতি রাগ ও তালের তুলনা। স্বর ও বর্ণ দেখিয়া রাগ ও তাল নির্বাচন।
গীতের অবয়ব ঃ ঠুংরী, টপ্‌পা, কাব্যসংগীত।
জীবনী ঃ জমীরুদ্দিন খাঁ ও বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকর।

চতুর্থ বর্ষ

ব্যবহারিক

মালকোষ, মূলতানী, কেদারা, বাগেশ্রী, যোগীয়া, জয়জয়ন্তী ও পুরবী রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ। উক্ত রাগের যে কোন ১টি বিলম্বিত খেয়াল বা মসীদখানী গৎ।
নজরুলের দেশাত্মবোধক — ১, কাব্যগীতি — ২, ভক্তিগীত — ১, কাজরী — ১, ভজন — ১ ও ইসলামিক — ১।
তাল ঃ যৎ, ঝুমড়া, আড়াচৌতাল, রূপক ও ধামার।
হাতের ইংগিতে প্রত্যেকটি তালের ঠেকা ঠায়, দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে প্রদর্শন।
গীটারে "C Major Tunning" জানা আবশ্যক।

শাস্ত্র

আবির্ভাব, তিরোভাব, সন্যাস, বিন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, রাগালাপ, রূপকালাপ, সহায়ক নাদ, আকার মাত্রিক ও হিন্দুস্থানী স্বর ও তাললিপিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান। পাঠ্যক্রমের রাগ ও তালের তুলনা। পালুসকার স্বর ও তাললিপি পদ্ধতি।
প্রবন্ধ ঃ নজরুলের সংগীত শিক্ষা ও প্রতিভা।
গীতের অবয়ব ঃ চৈতী, ত্রিবট, স্বরমালিকা, লক্ষণগীতি, লাউনী।
নজরুলের দেশাত্মবোধক সংগীত, ভক্তিগীতি ও কাব্যসংগীত।
জীবনী ঃ বৈজু বাওরা, মসীদ খাঁ, তানসেন।

www.CharukalaMandir.org

পঞ্চম বর্ষ

(সংগীত বিশারদ)

ব্যবহারিক

রাগেশ্রী, টোড়ী, তিলক কামোদ, গৌরসারং, দরবারী কানাড়া, বসন্ত ও মালগুঞ্জী রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ। উপরোক্ত রাগের যে কোন ১টি বিলম্বিত খেয়াল বা মসীদখানী গৎ।

কন্ঠসংগীতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত রাগের যে কোন ১টি ধ্রুপদ (ঠায়, দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে)।

যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্রে ঃ ১টি ঠুংরী, (খাম্বাজ, পিলু ও ভৈরবী রাগে)। ধ্রুপদাংগের শ্যামাসংগীত — ১, হোরী — ১, ঠুংরী — ১, ভজন — ১, বন্দনা গান — ১, রাগপ্রধান — ১, নজরুলের কীর্তন — ১, বিদেশী সুরের গান — ১।

তাল ঃ লাউনী, প্রিয়াছন্দ, ঝুমুর, পাঞ্জাবী, নবনন্দন ও লোফাতাল। সম-প্রকৃতি রাগের আবির্ভাব-তিরোভাব। আলাপ শুনিয়া রাগ চেনা। গান বা বাজনা শুনিয়া স্বরলিপি লিখন।

গীটার — **"A Major Minor High Bass Tunning"** জানা।

শাস্ত্র

কর্নাটিক ও হিন্দুস্থানী স্বর ও তাললিপি পদ্ধতির তুলনা। ভারতীয় সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ভারতীয় সংগীতে বাদ্যের বর্গীকরণ।

প্রবন্ধ ঃ নজরুল সংগীতে বিষয় বৈচিত্র। নজরুল সংগীতে শাস্ত্রীয়, লোকসংগীত ও বিদেশী সংগীতের প্রভাব। নজরুল সংগীতে বৈষ্ণব, শাক্ত, মুসলমান ধর্মের প্রভাব। নজরুল গীতিতে কবি নজরুলের আধ্যাত্মিক মানসিকতার প্রতিফলন।

গীতের অবয়ব ঃ হোরী, ভজন, শ্যামাসংগীত।

সম-প্রকৃতি রাগ ও তালের তুলনা এবং ঠায়, দ্বিগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ ও আড়লয়ে লিখন।

জীবনী ঃ আমীর খসরু, স্বামী হরিদাস, রাজা মানসিংহ তোমর ও রেজাখাঁ।

ষষ্ঠ বর্ষ

ব্যবহারিক

দেবযানী, মীণাক্ষী, অরুণরঞ্জনী, নির্ঝরিনী, শংকরী, শ্যামকল্যাণ, রেনুকা, শিব-

www.CharukalaMandir.org

সরস্বতী, পটমঞ্জরী, নারায়ণী, শিবমত, ভৈরব, ধানেশ্রী (ভৈরবী ঠাঠ), অরুণ-ভৈরব, লংকাদহন, সারং, সরপরদা, গৌরী, (পূরবী ও ভৈরবী ঠাটের)।
উপরোক্ত রাগের পরিচয় সহ একটি করিয়া নজরুলগীতি।
কণ্ঠসংগীতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত যে কোন ১টি রাগের বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল।
যন্ত্র সংগীতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত যে কোন দুটি রাগে মসীদখানী ও দুটি সেতারখানী গৎ আলাপ, জোড়, তোড়া, ঝালা ও তেহাই সহযোগে। ইহা ভিন্ন ১টি দেশাত্মবোধক, ১টি হাসির গান, ১টি মুক্তছন্দের গান, ১টি কাজরী, ১টি চৈতি, ১টি সেয়র সমেত গজল।
গীটার - C-Sharp Minor or E-Sixth Tuning জানা।

শাস্ত্র

নজরুল সংগীতে নতুন রাগ ও তাল।
সমসাময়িক কবিদের সঙ্গে গীতিকার ও কবি নজরুলের পার্থক্য।
সার্থক নজরুলগীতি গায়কের কোন কোন গুণাবলী প্রয়োজন।
জাতীয় সংগীতে নজরুলের অবদান। নজরুলগীতির মধ্যে আধ্যাত্মিক ও দার্শনিকতত্ব। সুরকার নজরুল। সঙ্গীত শিক্ষক নজরুল।
কবি, গায়ক, গীতিকার নজরুল সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান।
নজরুল সৃষ্ট এবং রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট তালের তুলনা।
নজরুলগীতিকে কতগুলি পর্যায়ে ভাগ করা যায় ? এ সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত।
রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য।
ভক্তিমূলক গান রচনার নজরুলের বৈশিষ্ট। চারণ কবি নজরুল। প্রকৃতির কবি নজরুল। বিদ্রোহী কবি নজরুল। দেশপ্রেমিক নজরুল। প্রেমের কবি নজরুল। কারাগারে নজরুল।
প্রহার, তোড়া, খটকা, মুর্কী, ঘসিট, জোড়, ঝালা, সন্যাস, বিন্যাস, আলপ্তি নায়কী, গায়কী, আবির্ভাব, তিরোভাব, রাগালাপ, অল্পত্ব, বহুত্ব, নিবন্ধ ও অনিবন্ধ।

সপ্তম বর্ষ

(সংগীত আচার্য্য)

ব্যবহারিক

মিঞামল্লার, কৌশিক, দরবারী কানাড়া, টোড়ী, সামন্ত সারং, শংকরা,

www.CharukalaMandir.org

কাফিসিন্ধু, বাগেশ্রী, অহির ভৈরবী, নীলাম্বরী, শুদ্ধ সারং, আশাভৈরবী, জয়জয়ন্তী, গৌড় সারং, উদাস ভৈরব, দেবগান্ধার, রূপমঞ্জরী, সান্ধ্যমালতী।
উপরোক্ত রাগের পরিচয় সহ একটি করিয়া নজরুল গীতি।
কণ্ঠ সংগীতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত যে কোন একটি করিয়া রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল। একটি ধ্রুপদ, একটি ধামার (২, ৩, ৪ গুণ লয়ে)।
একটি ঠুংরী, একটি ভজন, একটি ধুন ও একটি কীর্তন অংগের গান।
যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত যে কোনও একটি রাগের মসিদখানী ও রজাখানী গৎ (আলাপ, গৎ, তোড়া, ঝালা ও তেহাই)। একটি ধুন, একটি কীর্তন ও জংলা সুরে বাজান অভ্যাস।
একটি কাব্যগীতি একটি বিদেশী সুরে, একটি মুক্তছন্দে, একটি ঠুংরী অংগের, একটি উচ্চাংগের শ্যামাসংগীত, দুটি দেশাত্মবোধক (দুরকম তালে) ও একটি কীর্তন অংগের গান।
গীটারের ক্ষেত্রে — সবকটি স্কেলে গীটার বাঁধা Chord প্রয়োগ করার জ্ঞান।

শাস্ত্র

ভারতীয় সংগীতের পূর্ণ ইতিহাস।
ভারতীয় পল্লী সংগীতের মধ্যে কোন্ কোন্ ধরণের পল্লী সংগীতকে অনুকরণ করে নজরুলের পল্লী সংগীত সৃষ্টি হয়েছে।
পূজা পর্যায়ের গান রচনায় নজরুলের চিন্তাধার। শিশুদের কবি ও গীতিকার হিসাবে নজরুলের অবদান।
নজরুল গীতির অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। নজরুলগীতির প্রাদেশিকতার স্থান কতটুকু? হাস্যরসিক নজরুল (কাব্যে, গানে, আচার-ব্যবহার ও সাহিত্যে)। নজরুলের গান এত জনপ্রিয়তার কারণ কী? গীতিশৈলী বলিতে কি বোঝা যায়? নজরুল গীতিশৈলীর সঙ্গে অন্যান্য গীতিশৈলীর তফাৎ কোথায়? নাট্যসংগীতে নজরুলের অবদান।
নায়কী ও গায়কীর পার্থক্য। জনসমাজে সংগীতের প্রয়োজন।
উচ্চাংগ সংগীত ছাড়া অপরাপর কোন সংগীত অবলম্বন করে নজরুল গীত রচিত? শাস্ত্রীয় সংগীতে নজরুলের অনুরাগ ও জ্ঞান।
সংগীত কলার সহিত অপরাপর কলার তুলনা ও আলোচনা।

---

www.CharukalaMandir.org

রবীন্দ্র-সংগীত

[কণ্ঠ, গীটার, এস্রাজ, বেহালা]

(আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিতে পরীক্ষা হইবে)

প্রাথমিক বর্ষ

(এই বর্ষের শাস্ত্র পরীক্ষা মৌখিক হইবে)

ব্যবহারিক

২টি ভিন্ন প্রকারের অলংকার। ভূপালী ও ইমন রাগের স্বরমালিকা বা লক্ষণগীত অথবা রজাখানী গৎ। দাদরা ও কাহারবা তালে যে কোন ৪টি রবীন্দ্রসংগীত। পূজা — ২, প্রকৃতি — ১, আনুষ্ঠানিক — ১, হাতের ঠেকার সাহায্যে ঠায় লয়ে দাদরা ও ত্রিতাল প্রদর্শন।

শাস্ত্র

স্বরমালিকা ও লক্ষণগীত। সংগীত, সপ্তক, স্বর অলংকার বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, আরোহন, অবরোহন, তালি, খালি এবং উপরোক্ত ২টি রাগের পরিচিত।

প্রথম বর্ষ

ব্যবহারিক

বিলাবল, ভৈরব ও কাফি রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ এবং ইমন রাগে ৩টি ভিন্ন প্রকারের অলংকার। (দাদরা, কাহরবা, ত্রিতাল তেওড়া ও ঝম্পক তালে অন্তত ১টি করিয়া গান থাকা প্রয়োজন) পূজা — ২, প্রকৃতি — ১, বিচিত্র — ১ ও স্বদেশ — ১ রবীন্দ্রসংগীত।
প্রতিটি তালের ঠেকা হাতের সাহায্যে ঠায় লয়ে প্রদর্শন।
গীটার — "A Major Tuning" জানা।

শাস্ত্র

রবীন্দ্রসংগীতে ছয়টি পর্য্যায় সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান।
উপরোক্ত রাগগুলির শাস্ত্রীয় পরিচয়।
উপরোক্ত তালগুলির তাললিপি লেখার অভ্যাস।
আকার মাত্রিক স্বর ও তাললিপির জ্ঞান। জাতি, পকড়, সংগীত, স্বর, শুদ্ধ ও

www.CharukalaMandir.org

বিকৃত, সপ্তক, ঠাঠ, চল-অচল স্বর, লয়, সম, আবর্তন, মাত্রা বিভাগ, ঠেকা।
রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে সংগীতের প্রভাব।
ঠাকুর পরিবারের সাঙ্গীতিক পরিবেশ।
জীবনী ঃ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর ও তানসেন।

দ্বিতীয় বর্ষ

(জুনিয়ার ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

খাম্বাজ, ভৈরবী, রাগের ছোট খেয়াল ও রজাখানী গৎ — এবং কাফি ও ভৈরবী রাগের ২টি করে ভিন্ন প্রকারের অলংকার। পূর্ববর্ত্তী বৎসরের তালের সহিত ঝম্পক, দাদরা ষষ্ঠি, নবতাল ও ত্রিতালে অন্তত ১টি করিয়া গান থাকা প্রয়োজন। পূজা — ২, প্রেম — ২, প্রকৃতি — ১, আনুষ্ঠানিক — ১ ও বিচিত্র — ১ পর্যায়ে রবীন্দ্রসংগীত। হাতের ঠেকার সাহায্যে উপরোক্ত তালগুলি ঠায় লয়ে প্রদর্শন।
গীটার — "A Major-E Major Tunning" জানা।

শাস্ত্র

উপরোক্ত রাগগুলির শাস্ত্রীয় পরিচয় ও তালগুলির তাললিপি লেখার অভ্যাস। রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক সংগীত। পরিভাষা ঃ রাগের জাতি, কনস্বর, বর্জস্বর, নাদ, শ্রুতি, বর্ণ, রাগ, বিবাদী, স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ, গ্রহ, অংশ, ন্যাস। ভাতখন্ডে স্বর ও তাললিপির জ্ঞান। ভানুসিংহের পদাবলীর বৈশিষ্ঠ, ভারতীয় সংগীতের মুখ্য পদ্ধতি।
জীবনী ঃ দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পন্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখন্ডে ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী।

বিগত বর্ষের শাস্ত্র অধ্যয়ন।

তৃতীয় বর্ষ

(সিনিয়র ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

বেহাগ, ভীমপলশ্রী ও আশাবরী রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ। (অর্ধঝাঁপ, তেওড়া, রূপকড়া, ঝাঁপতাল, একাদশী ও চর্তুমাত্রিক একতাল

www.CharukalaMandir.org

২ । ২ ছন্দ ও ৩ । ৪ ছন্দের তানপুরা সহযোগে গান জানা প্রয়োজন) পূজা — ৩, প্রেম — ২, স্বদেশ — ১, প্রকৃতি — ২ ও আনুষ্ঠানিক — ১ পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত।
প্রথম হইতে তৃতীয় বর্ষের সকল তালের ঠেকা হাতের ইংগিতে ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে প্রদর্শন।
গীটার — "A Major E Minor Tuning" জানা।

শাস্ত্র

বিগত ও চলতি বর্ষের সকল রাগগুলির শাস্ত্রীয় পরিচয় ও তাললিপি লেখার অভ্যাস।
রবীন্দ্রসংগীতে তাল ও ছন্দ বৈচিত্র।
পরিভাষা ঃ স্পর্শস্বর, বক্রস্বর, জন্যরাগ, তান আলাপ, জোড়, জনকঠাঠ, রাগের পূর্বাংগ উত্তরাংগ, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, কাব্যসংগীত, ঋতুসংগীত, দেশাত্মবোধক সংগীত, ব্রহ্মসংগীত, কীর্ত্তন ও বাউল।
সমপ্রকৃতি রাগ ও তালের তুলনা। তানপুরা, বাঁয়া তবলা ও খোলের পরিচয়।
পাঠ্যক্রমের তালগুলির সম্যক জ্ঞান।
রবীন্দ্রসংগীতে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রসংগীতে বাউল সুরের ধারা।
জীবনী ঃ বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকর, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও যদুভট্ট।

চতুর্থ বর্ষ

ব্যবহারিক

জৌনপুরী, দুর্গা, পূরবী, দেশ, বাগেশ্রী ও বৃন্দাবনী সারং রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ এবং হাতে ঠেকা সহ ঠায়, দ্বিগুণ লয়ে উপরোক্ত যে কোন একটি রাগে ধ্রুপদ জানা আবশ্যক।
ঠায়, দ্বিগুণ, চৌগুণ লয়ে সুরফাঁকতাল, আড়াচৌতাল, খেমটা, চৌতাল ও পূর্ববর্ত্তী বৎসরের তাল হাতে দিয়ে ঠেকা সহ বলার অভ্যাস।
ধ্রুপদাঙ্গ, খেয়ালঙ্গ, কীর্ত্তনাঙ্গ, ভানুসিংহের পদাবলী ও পাশ্চাত্য সুরের উপর রবীন্দ্রসংগীত গাহিবার অভ্যাস।
তানপুরা সহযোগে নিম্নোক্ত গানগুলি জানা আবশ্যক —
অগ্নিশিখা এসো এসো, আমার প্রাণের মানুষ, আমারে করো জীবন দান, আমার মল্লিকা বনে, আজি শুভদিনে, একটুকু ছোঁয়া লাগে, এসো শ্যামল সুন্দর, যদি তারে নাই চিনি, দে ছেড়ে দে আমায় তোরা, আমি চিনি গো

www.CharukalaMandir.org

চিনি তোমারে, ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে, শূন্য হাতে ফিরি, প্রথম আদি তব শক্তি, শুভ্র আসনে বিরাজ, রোদন ভরা এ বসন্ত, না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, মন্দিরে মম, ও জোনাকী কি সুখে ঐ, ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে, সজনী সজনী রাধিকা লো, এবার তোর মরা গাঙে, নিবিড় তমা তিমির হতে, ফিরে চল মাটির টানে, আমরা মিলেছি আজ, আরো আরো প্রভু, ওঠো ওঠো রে, হৃদয় নন্দন বনে।

কমপক্ষে ১৪টি রবীন্দ্রসংগীত ঃ পূজা — ২, আনুষ্ঠানিক — ১, প্রকৃতি — ২, প্রেম — ২, বিচিত্র — ১, স্বদেশ — ১, ভানুসিংহের পদাবলী — ১, শিশুসংগীত — ১, বাউলাঙ্গ — ১, খেয়ালাঙ্গ — ১, ধ্রুপদাঙ্গ — ১।

গীটার পরীক্ষার্থীদের "A Major & Minor High Bass Tuning" জানা আবশ্যক।

শাস্ত্র

এই বর্ষের রাগগুলির শাস্ত্রীয় পরিচয় ও তালগুলির তাললিপি লেখার অভ্যাস।

পরিভাষা ঃ ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা, ঠুমরী, নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গান, টুসু ভাদু, গম্ভীরা, সন্ধিপ্রকাশ রাগ।

নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলির বিশদ বিবরণ ঃ-

পাখোয়াজ, মন্দিরা, আনন্দলহরী, বাঁশী, একতারা ও বেহালা।

রবীন্দ্রসংগীতে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র।

চিত্রাঙ্গদা, চন্ডালিকা, তাসের দেশ ও কালমৃগয়ার উপর আলোচনা।

শ্যামার উপর বিশদ আলোচনা।

রবীন্দ্রসংগীতে ভারতীয় রাগ সংগীতের প্রভাব।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে স্বরলিপি লেখার অভ্যাস।

সার্থক রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর গুণাবীল।

রবীন্দ্রসংগীতে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য সম্পর্কে আলোচনা।

জীবনী ঃ জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী, রজনীকান্ত সেন।

পঞ্চম বর্ষ

(সংগীত বিশারদ)

ব্যবহারিক (Practical)

পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত রাগগুলির পরিচয় এবং স্বর শুনিয়া চিনিবার দক্ষতা।

টোড়ী, মূলতানী, পটদীপ, মালকোষ, রাগেশ্রী, পিলু, জয়জয়ন্তী, ছায়ানট,

www.CharukalaMandir.org

তিলকামোদ ও হাম্বীর —
কমপক্ষে ৬টি রাগের উপর ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ।
নিম্নোক্ত গানগুলি হইতে ২১টি রবীন্দ্রসংগীত ঃ-
১টি করিয়া ঝাঁপতাল, একতাল, রূপক, ষষ্ঠী, চৌতাল, ধামার, মধ্যমান যৎ (৮ ও ১৪ মাত্রার) আড়খেমটা, নবপঞ্চতাল, ভানুসিংহের পদাবলী ও রবীন্দ্রসংগীতের উপর বিভিন্ন ছন্দের গান, বাউল ও কীর্তন জানা আবশ্যক ঃ-
জননী তোমার করুণ চরণখানি, আমার পরাণ লয়ে, একমনে তোর একতারাতে, কেন জানে না, পুষ্প বনে পুষ্প, হে মন দেখ তারে, প্রতিদিন আমি, গরব মম, গভীর রজনী, তোমার অসীমে প্রাণ, অল্প লইয়া থাকি তাই, মম অঙ্গনে স্বামী, ভয় হতে তব, শ্যামল ছায়া নাই বা গেলে, দীপ নিভে মম, বিমল আনন্দে, তোমার গীতি, একদা তুমি প্রিয়ে, হৃদয় আমার প্রকাশ হল, দুয়ার মোর পথপাশে, কাঁপিচে দেহলতা, মেঘ ছায়ে সজল বারে, যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে, গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে, শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা, রোদন ভরা এ বসন্ত, বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা, যদি তোর ডাক শুনে, গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গা মাটির পথ, ওরে বকুল পারুল, মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আমরা মিলেছি আজ, পাগলা হাওয়ার বাদন দিনে, বিশ্ব বিদ্যা তীর্থ প্রাঙ্গণে, এস হে গৃহদেবতা, তোমারেই করিয়াছি .....।
গীটার — "A Major/Minor High Bass Tuning" জানা আবশ্যক।

শাস্ত্র (Theory)

— প্রথম পত্র —

রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ। সার্থক রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রসংগীতে পাশ্চাত্য ও প্রাদেশিক সুরের প্রভাব। রবীন্দ্রসংগীতে স্বরলিপির প্রয়োজনীয়তা। রবীন্দ্রসংগীতে সুর, তাল ও ছন্দের বৈচিত্র্য। রবীন্দ্রসংগীতে বাংলার লোকসংগীতের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা। রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুরের আত্মীয়তা। রবীন্দ্রসংগীতে আধ্যাত্মিকতা।

— দ্বিতীয় পত্র —

পরিভাষা ঃ— আবির্ভাব তিরোভাব, অল্পত্ব–বহুত্ব, নায়কী গায়কী, বাগ্গেয়কার, ধ্রুপদের বাণী, সমপদী, বিষমপদী।
উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় তাল পদ্ধতির তুলনা। শ্রুতি ও স্বর

www.CharukalaMandir.org

বিভাজনের আধুনিক মত। ভারতীয় সংগীতে পন্ডিত ভাতখন্ডেজীর বিশেষ অবদান। প্রদত্ত স্বরের সাহায্যে রাগ নির্ধারণ। প্রথম হইতে পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত রাগগুলির সমতা ও বিভিন্নতা সম্বন্ধে জ্ঞান। পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত সকল রাগের শাস্ত্রীয় পরিচয় এবং সকল তালের তাললিপি লেখা।
জীবনী ঃ পঙ্কজ কুমার মল্লিক, আদিনাথ দস্তিদার, শান্তিদেব ঘোষ, বৈজু বাওয়া, আলাউদ্দিন খাঁ, আমীর খসরু ও রামপ্রসাদ সেন।

ষষ্ঠ বর্ষ

ব্যবহারিক (Practical)

মিয়ামল্লার, কামোদ, ললিত, সোহিনী, বাহার পরজ, আড়ানা, বসন্ত ও মেঘমল্লার রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানী গৎ এবং যে কোন দুটি রাগের মসিদখানী গৎ বা বিলম্বিত খেয়াল।
উপরোক্ত যে কোন রাগে ১টি ধ্রুপদ (ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে) শ্রুতির সাহায্যে স্বর পরিচিতির ক্ষমতা। হাতে তালি দিয়ে বিভিন্ন তালে গান করার অভ্যাস। তানপুরা ছেড়ে গান করার ক্ষমতা।
গীটার পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে C-Sharp Minor Tuning জানা।
কমপক্ষে ১টি করিয়া ত্রিতাল, দাদরা, কাহরবা, তেওড়া, রূপকড়া, চর্তুমাত্রিক একতাল, চৌতাল, নবতাল, ঝম্পক, পঞ্চম সওয়ারী, আড়াঠেকা এবং রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ছন্দের গান তৎসহ টপ্পাঙ্গ, কীর্ত্তনাঙ্গ, ধ্রুপদাঙ্গ, খেয়ালাঙ্গ র গান ২১টি জানা আবশ্যক উল্লিখিত গানের মধ্যে ঃ-
এবার নীরব করে দাও, বীণা বাজাও হে, মেঘ বলছে যাব যাব, সার্থক জনম আমার, আজ মোর দ্বারে, আমরা মিলেছি আজ, শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা, ভাল মানুষ নইরে মোরা, যদি তোর ডাক শুনে, বাজে বাজে রম্যবীণা, বিশ্ব বীণা রবে, একি লাবণ্য পূর্ণ প্রাণে, জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে, আমি তখন ছিলেন অন্ধ, নয়ান ভাসিল জলে, কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, খাঁচার পাখি ছিল, পাখি বলে চাঁপা, ও দেখা দিয়ে চলে গেল, বাজে করুণ সুরে, মহারাজ, একি সাজ, চরণ ধ্বনি শুনি, দাও হে হৃদয় ভরে দাও, কোথায় যে উধাও, যদি হায় জীবন পূরণ, পিনাকীতে লাগে টঙ্কার।

শাস্ত্র

— প্রথম পত্র —

ভারতীয় সংগীতে রবীন্দ্রনাথের অবদান।

www.CharukalaMandir.org

রবীন্দ্রসংগীতে ভাব, ভাষা, সুর ও মাধুর্য্যের বিশদ আলোচনা।
রবীন্দ্রসংগীতে ত্রিবেণী সঙ্গম আলোচনা।
রবীন্দ্রসৃষ্ট ঋতুসংগীতের সহিত শাস্ত্রীয় সংগীতের তুলনামূলক আলোচনা।
রবীন্দ্রসংগীতে বৃন্দাবাদনের স্থান।
রবীন্দ্রনাথের সংগীত ভাবনা।
আকার মাত্রিক পদ্ধতি পর্য্যন্ত স্বরলিপি বিবর্ত্তনের ইতিহাস।
রবীন্দ্রসৃষ্ট বিভিন্ন পর্য্যায়ের উপর বিশদ আলোচনা।

— দ্বিতীয় পত্র —

বিভিন্ন পদ্ধতিতে স্বরলিপি লেখার অভ্যাস।
পরিভাষা ঃ- সহায়ক নাদ, মূর্চ্ছনা, কলাবন্ত, ভারতীয় সংগীতে গান, টোন, সেমিটোন, ডায়াটনিক স্কেল, কর্ড, হারমণি, মেলোডী, ২৫শে বৈশাখ, ২২শে শ্রাবণ ও বিশ্বভারতী।
ব্যাঙ্কটমুখীর ৭২ ঠাটের বিস্তৃত আলোচনা।
প্রদত্ত স্বরের সাহায্যে রাগ নির্ণয়।
বিভিন্ন ঘরানার রাগ-রাগিণীর উপর আলোচনা (বিষ্ণুপুর, হিন্দুস্থানী ও দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতি)
রবীন্দ্রসংগীতে মুক্তিছন্দের গানের বিস্তারিত আলোচনা।
মসিদখানি ও রেজাখানি গৎ - এর বৈশিষ্ট্য।
নির্ধারিত তালসমূহের ঠেকার বিভিন্ন লয়কারী লিখিবার অভ্যাস। (পাঠ্যক্রম অনুযায়ী)।
জীবনা ঃ অহোবল, বিদ্যাপতি, চন্ডিদাস, কমলাকান্ত।

সপ্তম বর্ষ

(সংগীত আচার্য্য)

ব্যবহারিক (Practical)

দেশী, গৌড়মল্লার, গৌড়সারং, মালগুঞ্জি, পুরিয়া, শুদ্ধকল্যাণ, মারবা, দরবারী কানাড়া, সিন্ধ, সাহানা রাগের ছোট খেয়াল বা রজাখানি গৎ এবং যে কোন চারটি রাগের উপর বিলম্বিত খেয়াল বা মসিদখানি গৎ।
স্বরলিপি দেখে বিভিন্ন তালে রবীন্দ্রসংগীত অনুশীলন।
শ্রুতির সাহায্যে স্বর ও রাগ পরিচিতির ক্ষমতা।

www.CharukalaMandir.org

বিগত সকল বর্ষের তালগুলি বিভিন্ন লয়কারীতে হাতে তালি দিয়ে বলার অভ্যাস।

তানপুরা বেঁধে ছেড়ে ছেড়ে গান করার দক্ষতা।

গীটার পরীক্ষার্থীদের ১ম থেকে ৬ষ্ঠ পর্য্যন্ত সকল স্কেলে গীটার বাঁধার এবং সকল স্কেলে প্রধান স্বরগুচ্ছ (**Chord**) দক্ষতার সঙ্গে বাজানো আবশ্যক।

একটি করিয়া বিগত সকল বর্ষের তাল সমেত চতুর্মাত্রিক একতাল, নবতাল, নবপঞ্চমতাল, খেমটা, আড়খেমটা, মধ্যমান, যৎ, ধামার, টপ্পাঙ্গ, খেয়ালাঙ্গ, ধ্রুপদাঙ্গ, কীর্ত্তনাঙ্গ ও রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন ছন্দ ও মুক্তছন্দের গান।

নিমলিখিত গানগুলি হইতে ২৫টি গান জানা আবশ্যক ঃ-

আখিজল মুছাইলে জননী, চক্ষে আমার তৃষ্ণা, একি করুণাময়, আমি রূপে তোমায়, কেন বাজাও কাঁকন, জননী তোমার করুণ চরণ, মোরে বারে বারে, এরা পরকে আপন করে, বুঝি বেলা বয়ে যায়, এ মোহ আবরণ, মাঝে মাঝে তব দেশ, নব নব পল্লব রাজি, কে বসিবে হৃদয় আসনে, আমার না-বলা বাণী, হৃদয়ের একূল ওকূল, তুমি যত ভার, বসন্তে কি শুধু, বড় আশা করে, এ পরবাসে রবে কে, সজনী সজনী রাধিকা লো, সবে আনন্দ করো, ওই আসে ওই অতি ভৈরব, তবু মনে রেখ, জানো নির্ম্মল নেত্রে, বিমল আনন্দে, আমার পরাণ লয়ে, হৃদি মন্দির দ্বারে বাজে, বাণী তব ধায়, হৃদয় নন্দন বনে, এসো শরতের অমল মহিমা, ভালো মানুষ নইরে মোরা, এসো নীপ বনে, মম অঙ্গনে স্বামী, ব্যাকুলে বকূলের ফুলে, রোদন ভরা এ বসন্ত।

শাস্ত্র (Theory)

— প্রথম পত্র —

রবীন্দ্রসংগীতে দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব।

রবীন্দ্রসংগীতে ঋতু পরিক্রমা।

রবীন্দ্রসংগীতে রস বৈচিত্র।

ইউরোপীয় ব্যালে ও রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের উপর আলোচনা।

রবীন্দ্রসংগীতে বেদ গানের প্রভাব।

মানব জীবনে সংগীতের আকর্ষণ, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া।

বাউল সংগীতের ক্রমবিকাশ ও রবীন্দ্রসংগীতের উপর তাহার প্রভাব।

রবীন্দ্রসংগীতের উপর বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব আলোচনা।

সংগীত চর্চ্চার প্রয়াসে বিষ্ণুপর ঘরানার অবদান।

রবীন্দ্রসংগীতে গায়ণ শৈলীর স্বকিয়তা আলোচনা।

www.CharukalaMandir.org

নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্যের ব্যাখ্যা।
বিভিন্ন পদ্ধতিতে (আকার মাত্রিক, ভাতখন্ড ও বিষ্ণু দিগম্বর) স্বরলিপি লেখা।

— দ্বিতীয় পত্র —

পরিভাষা ঃ স্বস্থান, বক্রস্বর, মূর্কী, কসবী, ছায়ালগ, সংকীর্ণ রাগ, বিবাদী স্বরের প্রয়োগ **Equally Tempered Scale, Melodie Minor Scale, Hermonie Minor Scale.**
শাস্ত্রীয় সংগীত ও সুগম সংগীতের তুলনামূলক আলোচনা।
বিভিন্ন পর্য্যায়ের গানের অংশবিশেষ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে **Staff Notation** লিখিবার অভ্যাস।
রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি লেখা।
সকল বর্ষের তাল বিভিন্ন লয়কারীতে লেখা এবং পাঠ্যক্রমের সকল রাগের সমতা ও বিভিন্নতা।
স্বর ও শ্রবনেন্দ্রিয়ের পারস্পারিক তুলনা।
প্রদত্ত স্বরের সাহায্যে রাগ নির্ণয়।
শব্দতরঙ্গ হইতে সংগীতের উৎপত্তি।
মনোবিজ্ঞানের সহিত সংগীতের সম্পর্ক।
তাল ও ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা নিরিক্ষা।
জীবনী ঃ ব্যাংকটমুখী ভরতমুণি ও শ্রীনিবাস।

দ্রষ্টব্য ঃ- ৫ম হইতে ৭ম বর্ষের শাস্ত্র পরীক্ষা ২০০ নম্বরের হবে। প্রতি বর্ষে বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র ও ব্যবহারিক বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হবে।

ভাব (সুগম) সংগীত

শাস্ত্র পরীক্ষা আকার মাত্রিক বা ভাতখন্ডে যে কোন একটি মাত্র পদ্ধতিতে লিখিতে হইবে।

প্রাথমিক বর্ষ

ব্যবহারিক

বিলাবল ও ইমন রাগের সরল তানসহ মধ্যলয়ে ছোট খেয়াল। ১টি ভজন ও ১টি লোকগীতি। ঠায় লয়ে দাদরা ও কাহরবা তাল প্রদর্শন।

www.CharukalaMandir.org

প্রথম বর্ষ

ব্যবহারিক

৩টি ভিন্ন প্রকারের অলংকার। কাফি, ভৈরব ও ইমন রাগের ছোট খেয়াল প্রত্যেকটি রাগের একটি করে ভিন্ন প্রকারের অলংকার। ১টি রাগপ্রধান বা ১টি গীত। ১টি ভজন ও ১টি আঞ্চলিক লোকগীতি।

তাল ঃ কাহারবা, ঝাঁপতাল ও ত্রিতাল। প্রত্যেকটি তালকে হাতের ইংগিতে ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে প্রদর্শন।

শাস্ত্র

অলংকার, আরোহন, অবরোহন, বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, স্বর, সংগীত, পকড়, স্পর্শস্বর, ঠাঠ, জাতি, লয়, তাল, মাত্রা, বিভাগ, তালি, খালি, সম, স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী আভোগ।

গীতের অবয়ব ঃ রাগপ্রধান, ভজন ও খেয়াল।

আকার মাত্রিক ও ভাতখন্ডে স্বর ও তাললিপি পদ্ধতিতে জ্ঞান।

রাগ পরিচিত ও তাল পরিচিত।

জীবনী ঃ পন্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখন্ডে, সাধক রামপ্রসাদ, তুলসীদাস।

দ্বিতীয় বর্ষ

(জুনিয়ার ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

ভৈরবী, খাম্বাজ ও বৃন্দাবনী সারং রাগের ছোট খেয়াল। ২টি রাগপ্রধান ও ভজন। ১টি লোকসংগীত অতুল প্রসাদ ১টি। নজরুলের দেশাত্মবোধক ১টি। তাল ঃ তেওড়া, একতাল ও চৌতাল। তালগুলি হাতের ইংগিতে ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে প্রদর্শন। আঞ্চলিক লোকগীতি ও হোরীগান ১টি। স্বর শুনিয়া রাগ চেনা।

শাস্ত্র

জাতির প্রকারভেদ, রাগের পূর্বাংগ-উত্তরাঙ্গ, ধ্বনি, বর্জ, গ্রহ, অংশ, ন্যাস, ঠেকা, কম্পন, আন্দোলন।

গীতের অবয়ব ঃ ঠুংরী গীত, জ্যোতিসংগীত, পল্লীগীতি ও দেশাত্মবোধক।

ভাতখন্ডে স্বরলিপি পদ্ধতির জ্ঞান।

ঠায়, দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে তাল লিখন।

সম-প্রকৃতি রাগ ও তালের তুলনা।

জীবনী ঃ আমীর খসরু, বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকর ও কমলাকান্ত।

www.CharukalaMandir.org

তৃতীয় বর্ষ

(সিনিয়র ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

আশাবরী, বেহাগ, বাগেশ্রী, দেশ ও জৌনপুরী রাগের ছোট খেয়াল। ১টি রাগপ্রধান, নজরুল -১, অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্তের গান -১, শ্যামাসংগীত ১, ২ খানি গীত। সাধক কবির ও তুলসিদাসের ভজন।

তাল ঃ রূপক, তিলওয়াড়া, যৎ, আড়া চৌতাল। হাতের ইংগিতে প্রত্যেকটি তালের ঠেকাকে ঠায়, দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে প্রদর্শন।

শাস্ত্র

তানের বিভিন্ন প্রকারের বর্ণনা। গমক, আলাপ, ব্যাংকটমুখী সৃষ্ট ৭২টি ঠাঠ, রাগের তুলনা।

গীতের প্রকার ঃ লোকসংগীত, লক্ষণগীত, স্বরমালিকা, বরগীত ও কীর্তন। আকার মাত্রিক ও ভাতখন্ডে স্বরলিপি পদ্ধতির পারস্পারিক তুলনা। তালের তুলনা। স্বরলিপি লিখন।

জীবনী ঃ মীরাবাঈ, দাশরথি রায়, নীলকণ্ঠ বিদ্যাপতি, চন্ডিদাস, জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চতুর্থ বর্ষ

ব্যবহারিক

ভীমপলশ্রী, জয়জয়ন্তী, বাহার, পটদীপ ও পূরবী রাগের ছোট খেয়াল এবং উপরোক্ত রাগের যে কোন ১টি বিলম্বিত খেয়াল। ১টি করে রাগপ্রধান, ভজন — ১, বাউল — ১, রজনীকান্ত — ১, অতুলপ্রসাদ — ১, ভাটিয়ালী — ১ ১টি গীত অথবা ১টি কীর্তন। আঞ্চলিক লোকগীতি ও ১টি গজল।

তাল ঃ ঝুমড়া, পাঞ্জাবী ও অদ্ধা।

শাস্ত্র

রাগ-রাগিনী পদ্ধতি। শ্রুতি স্বর বিভাজন, আর্বিভাব, তিরোভাব, গায়কের দোষগুণ।

উত্তর ভারতীয় পদ্ধতিতে ৩২টি ঠাঠের রচনা।

তানপুরা, খোল, পাখোয়াজ, আনন্দলহরী, একতারা, খঞ্জনী-এর পূর্ণ বর্ণনা।

জীবনী ঃ রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নবদ্বীপ ব্রজবাসী ও যদুভট্ট।

প্রবন্ধ ঃ শাস্ত্রীয় সংগীত ও ভাবসংগীত।

www.CharukalaMandir.org

পঞ্চম বর্ষ

(সংগীত বিশারদ)

ব্যবহারিক

তিলক কামোদ, শংকরা, মূলতানী ও মারোয়া রাগের ছোট খেয়াল। উপরোক্ত যে কোন রাগের ১টি বিলম্বিত খেয়াল এবং ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে ১টি করিয়া ধ্রুপদ।

উপরোক্ত যে কোন রাগের ১টি করে রাগপ্রধান বা ভজন। এছাড়া কাজরী — ১, হোরী — ১, পদাবলী কীর্তন — ১, রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলের গান ১টি। ১টি গীত ও ২টি আঞ্চলিক লোকসংগীত।

তানপুরা মিলানর বিশেষ ক্ষমতা। সুর শুনে রাগ চেনার ক্ষমতা।

পিলু, ভৈরবী, খাম্বাজ রাগে ১টি ঠুংরী।

দীপচন্দী, সুরফাঁকতাল, খেমটা ও লাউনী তাল প্রদর্শন।

শাস্ত্র

টপ্পা, ঠুংরী, তারানা, তিরবত, চতুরংগ, গীত ও গজলের বিস্তৃত বিবরণ।

আকারমাত্রিক, ভাতখন্ডে ও পালুসকর স্বর ও তাললিপি পদ্ধতির পারস্পারিক তুলনা। প্রদত্ত স্বরের সাহায্যে রাগ নির্ণয়।

গীতের অবয়ব ঃ টুসু, ভাদু, গম্ভীরা, ঝুমুর, জারি, সারি, চটকা, পদাবলী কীর্তন, বিহুগীত ও বনগীত।

পাখোয়াজ ও মন্দিরার অঙ্গ বর্ণনা ও ব্যবহার।

জীবনী ঃ অতুলপ্রসাদ, তানসেন, রাজা রামসিংহ তোমর ও স্বামী হরিদাস।

ষষ্ঠ বর্ষ

ব্যবহারিক

দেশী, গৌরসারং, কালিংড়া ও বসন্ত রাগে বিলম্বিত খেয়াল।

লয়কারী সহ ১টি ধ্রুপদ ও ১টি ধামার।

লয়কারী সহ ধামার, আড়ঠেকা, কাওয়ালী ও অদ্ধাতাল প্রদর্শন।

ভজন ৫টি (কবীর, মীরাবাঈ, সুরদাস ও নানক)।

রবীন্দ্র, নজরুল, অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্তের ২টি করে গান।

আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক লোকগীতি ২টি।

টপ্পাগান ও ঠুংরী — ১টি। সুর শুনে রাগ চেনার ক্ষমতা।

www.CharukalaMandir.org

শাস্ত্র

বাগ্যেয়কার, কলাবন্ত, জাতিগায়ন, রাগগায়ন, সমবেত সংগীত, ঠুংরী, চৈতী, টপ্পা, ঠাট ও রাগের বিস্তৃত বিবরণ।
প্রদত্ত স্বরের সাহয্যে রাগ নির্ণয়। স্বরলিপি লেখার অভ্যাস।
ভাবসংগীতে রসের প্রভাব। ভাবসংগীতে লোক সংগীতের অবদান।
মধ্যযুগে ভজন গানের ক্রমবিকাশ।
জীবনী ঃ আবদুল করিম খাঁ, শ্রীনিবাস ও নানক।
বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র অধ্যায়ন।

সপ্তম বর্ষ

(সংগীত আচার্য্য)

ব্যবহারিক

রামকেলী, ললিত, দরবারী কানাড়া, রাগেশ্রী ও পরজ রাগে ১টি করে বিলম্বিত খেয়াল ও রাগমিশ্রিত বাংলা গান।
বিগত বর্ষের তালগুলির বিভিন্ন লয়কারী প্রদর্শন।
ভজন — ৫টি (সুরদাস, ব্রহ্মানন্দ, মীরাবাঈ, কবীর ও যুগলপ্রিয়া)।
টপ্পা, ঠুংরী ও দাদরা ১টি করে (বাংলা অথবা হিন্দী)।
লয়কারী সহ বিগত সকল বর্ষের তালগুলির তাল প্রদর্শন।
তানপুরায় যে কোন গান দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন।
সুর শুনে রাগ চেনার ক্ষমতা।

শাস্ত্র

বিগত বর্ষের সমস্ত পরিভাষার জ্ঞান। ধ্রুপদ, ধামর, খেয়াল ও ভাবসংগীত ইত্যাদির স্বরলিপি লেখার অভ্যাস।
বিগত বর্ষের সমস্ত রাগগুলির শাস্ত্রীয় পরিচয় ও তুলনামূলক অধ্যয়ন।
প্রদত্ত স্বরের সাহায্যে রাগ নির্ণয়।
ভারতীয় সংগীতের ঠাট প্রকরণ প্রসঙ্গে ব্যাঙ্কটমুখ ও ভাতখন্ডের অবদান।
হিন্দুস্থানী সংগীতধারা ও বিষ্ণুপুর ঘরানার শাস্ত্রীয় সুর ও তাল প্রয়োগের তাৎপর্য্য সম্পর্কে তুলনামূলক জ্ঞান। বৃন্দগান রচনা ও পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য। সুগম সংগীতে তাল ও সুরের মহাত্ম। ভাব প্রদর্শক গানে সুরকার ও গীতিকারের ভূমিকা।
বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র ও ব্যবহারিক বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইবে।

www.CharukalaMandir.org

বাংলার লোকসংগীত

প্রথম বর্ষ

ব্যবহারিক

৭টি শুদ্ধ ও ৫টি বিকৃত স্বরের জ্ঞান। ভূপালী ও ইমন রাগে দ্রুত খেয়াল অথবা বাংলা খেয়াল।

নিম্নোক্ত পর্যায়ে যে কোন ৫টি লোকসংগীত ঃ-

ঝুমুর ১টি, বাউল (পশ্চিমবঙ্গের) ১টি, সারি পূর্ববঙ্গের ১টি, চটকা ১টি, ভাটিয়ালী ১টি, বিচ্ছেদী ১টি, নৌকাবিলাস ১টি।

তাল ঃ ত্রিতাল, তেওড়া ঠায়লয়ে প্রদর্শন।

শাস্ত্র

আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির জ্ঞান। বাংলার লোকসংগীতের জ্ঞান এবং তাহার শ্রেণী বিভাগ ও বৈশিষ্ট্য। বাংলার লোকসংগীতের বৈচিত্রের কারণ। শাস্ত্রীয় সংগীত ও লোকসংগীত।

পরিভাষা ঃ সংগীত, স্বর, তাল, মাত্রা, লয়, স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ, শ্রুতি, স্বর, জাতি ঠাঁট, রাগ, পকড়, বিভাগ।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ভাটিয়ালী, বাউল, ঝুমুর চটকা এবং ভাওয়াইয়া।

দ্বিতীয় বর্ষ

ব্যবহারিক

নিম্নোক্ত পর্যায়ে যে কোন ৬টি লোকগীতি ঃ-

গম্ভীরা ১টি, ভাদু ১টি, ধামাইল ১টি, লালন ফকিরের গান ১টি, টুসু ১টি, গোষ্ঠ সংগীত ১টি, কীর্তনাংগের ১টি, পূর্বরাগ ১টি।

কাফি ও খাম্বাজ রাগে ছোট খেয়াল অথবা বাংলা খেয়াল।

তাল ঃ লোফা, ত্রিতাল ও ঝাঁপতাল ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে প্রদর্শন।

শাস্ত্র

নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিয়া উহার সম্পর্কে উদাহরণ সহ বিবরণ। ভাদু গান, টুসু গান, গম্ভীরা গান, কীর্তন ও ঝুমার গান। ধর্ম ও

www.CharukalaMandir.org

সংগীত ও লোকসংগীত। বাংলার লোকসংগীতে বৈচিত্র। আঞ্চলিক লোকসংগীত। সমাজ জীবনই লোকসংগীতগুলির ধারক ও বাহক। কর্মসংগীত, পটুয়ার গান এবং আলকাপ গান, জাওয়া গান বা জাওয়া পরবের গান। লোক নৃত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বাংলার কয়েকজন প্রখ্যাত প্রাচীন বিশিষ্ট লোককবি ও শিল্পীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। চন্ডীদাস গোঁসাই, এরফান শাহ, দুদ্দুশাহ, রশীদ, চন্ডী গোঁসাই, ফটিক গোঁসাই, রাধাশ্যাম।

তৃতীয় বর্ষ

(সিনিয়ার ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

নিম্নোক্ত পর্যায়ে যে কোন ৮টি লোকগীতি ঃ-

তালছাড়া ভাটিয়ালী ১টি, গৌড়গীতি ১টি, গাজন ১টি, লালনফকিরের গান ১টি, বাউল (পূর্ববঙ্গের) ১টি, ভাদু ১টি, জলভরা ১টি, ঘটুগান ১টি, আলকাপ ১টি, নিমাই সন্ন্যাস ১টি, নয়লা গান, নৈলাগান, বিবাহের গান, মঙ্গলগান, ফিকিরচাঁদের বাউল, মাগনের ছড়াগান। ভৈরব, ভৈরবী, মালকোষ রাগের ছোট খেয়াল বা বাংলা খেয়াল।

তাল ঃ সুর ফাঁকতাল, একতাল ঠায় ও দুই গুণ লয়ে প্রদর্শনী।

শাস্ত্র

লোকসংগীত ও শাস্ত্রীয় সংগীত, প্রেম সংগীত, বাংলার লোকসংগীতে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকসংগীতের ভাব, ভাষা ও সুরের সংমিশ্রণ, আঞ্চলিক সংগীত, লোক সংগীত নিরক্ষর জনসাধারণের শিক্ষা প্রসারের সহায়ক ও কুসংস্কার ও সরকারী অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রধান হাতিয়ার। লোকসংগীতের বিভাগ, লোকসংগীত ও বাঙ্গালীর সংগীত সাধনা, বাংলার লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্য, ব্যবহারিক সংগীত ও আনুষ্ঠানিক সংগীত।

টীকা ঃ দোতারা মাদল, চট্‌কা, গাজন, আলকাপ, ধামসা, মৃদঙ্গ, ঘুঁঙুর, ঢোল, অষ্টক গান, কুষাণ গান।

জীবনা ঃ হাউড়ে গোঁসাই, গোঁসাই গোপাল, ফকির পাঞ্জ শাহ।

www.CharukalaMandir.org

চতুর্থ বর্ষ

ব্যবহারিক

নিম্নোক্ত পর্যায়ে যে কোতন ১০টি লোকগীতি ঃ-
বিজয়ার গান ১টি, আগমীন ১টি, মুর্শীদা ১টি, জারী ১টি, ঝুমুর ১টি, গম্ভীরা ১টি, দেহতত্ত্ব ১টি, ধানকাটার গান ১টি, বাউল গান ১টি, টুসু ১টি, মনঃশিক্ষা ১টি, মনসা মঙ্গল (রয়ালী) ১টি, ভাদু ১টি, ভাওয়াইয়া ১টি।
জৌনপুরী ও বাগেশ্রী রাগে খেয়াল অথবা বাংলা খেয়াল।
তাল ঃ চঞ্চুপুট, দাসপ্যারী, রূপক, তিলুয়ার, ঝুমড়া ঠায় লয়ে প্রদর্শন।

শাস্ত্র

ব্যাগ গান, টুসু গান, ইতুপূজার গান, তর্জাগান, আলকাপ, উমাসংগীত, খেমটি, গাজনের গান, জারিগান।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছড়ার রাজত্বে ছেলে ভুলানো ছড়া স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে পায়চারী করেছেন — উদাহরণ সহযোগে আলোচনা।
বাংলার প্রাচীনতম লোকপূরাণ "মনসা মঙ্গল" উদাহরণ সহযোগে আলোচনা।
বাংলার লোক সংগীতে অ-সম্প্রদায়িক চরিত্র আলোচনা।
বাংলার লোকসংগীতে কলকাতা — আলোচনা করা।
গম্ভীরা গান ও বাংলার জনশিক্ষা।
একতারা, মন্দিরা, শিঙা ও টিকারার বিবরণ ও ব্যবহার। লোকসংগীতে মিউজিক, ছন্দ, তাল। **Improvisation** ও লোকসংগীত। লোকসংগীতে গ্রাম্যতা ও গায়কী, লোকসংগীতের অলিখিত নিয়ম, লোকসংগীতের সাঙ্গীতিকী, শাক্তপদাবলী রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত।
জীবনা ঃ পদ্মলোচন, যাদুবিন্দু, নরসিংদির বাউলগান।

www.CharukalaMandir.org

পঞ্চম বর্ষ

(সংগীত বিশারদ)

ব্যবহারিক

নিম্নোক্ত পর্য্যায়ে যে কোন ১৫টি লোকগীতি ঃ-

ঘটুগান ১টি, ছাদ পিটানোর গান, কৃষ্ণের ননীচুরী ১টি, ধামাইল ১টি, নিমাই সন্নাস ১টি পূর্ব্বরাগ ১টি, কবিগান ১টি, গাজীপীরের গান ১টি, গাড়িয়াল ১টি, দেশাত্মবোধক ১টি, আধ্যাত্মিক সংগীত ১টি, আগমনী ১টি, নয়লা ১টি, মালসা ১টি।

গগন হরকার একটি বিখ্যাত গানের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে গানটি রচনা করিয়াছেন তাহার ব্যবহারিক প্রকাশ এবং ফিকির চাঁদের একটি বিখ্যাত গানের ব্যবহারিক প্রকাশ।

ভীমপলশ্রী ও দেশ রাগে ছোট খেয়াল অথবা বাংলা খেয়াল।

তাল ঃ গজঝম্প, আড়া চৌতাল এবং দোঠুকী ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে প্রদর্শন।

স্বরলিপি দেখিয়া গান গাওয়া অভ্যাস।

শাস্ত্র

বাংলার কয়েকটি অঞ্চলের প্রচলিত লোকগীতি ও লোকনৃত্য।

বাংলার লোকগীতির সুর বিচার, লোকসংগীত ও আন্তর্জাতিকতা এবং লোকসংগীতের ভবিষ্যৎ, কবীর, নানক ও লোকগীতি, বাংলার লোকসংগীতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সাধনা। গণনাট্য আন্দোলনে ও লোকসংগীত, লোকায়ত ঐতিহ্যই লোকসংগীতের মূলধারা। বাংলা লোকংগীতে সমসাময়িক জীবন ও প্রতিক্রিয়া। বাংলা লোক সাহিত্য চর্চায় বিদেশীয়দের গান। বাংলা লোক সাহিত্যে হাস্যরস। আসামের জাতীয় উৎসব বিহু এবং ইহার মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ। এযুগের সংগীত শাস্ত্র ও লোকসংগীত। লোকসংগীতে শ্রেণী সমাজের সংঘাত। লোকসংগীত ও রবীন্দ্রনাথ। বাংলার বহুল প্রচলিত লোকগীতি ব্যতীত আঞ্চলিক অপরাপর অপ্রচলিত ও লুপ্তপ্রায় (প্রাচীন সুরে) লোকগীতি, লোকনাট্য এবং লোকযন্ত্র বিষয়ে অন্ততপক্ষে ১৫ প্রকার লোকগীতি বিষয়ে জ্ঞান ও ব্যবহারিক প্রকাশ।

জীবনা ঃ লালন ফকির, পাগলা কানাই, ফিকির চাঁদ, দশরথ রায়।

---

www.CharukalaMandir.org

পদাবলী কীর্তন

প্রথম বর্ষ

ব্যবহারিক

কীর্তন করিতে বসাকালীন নিয়ম পালন। শুদ্ধ সরগম শিক্ষা। ১২টি স্বরের জ্ঞান লাভ। তিন গ্রামে কণ্ঠ পরিচালনা করার ক্ষমতা অর্জন। গুর্বাদি বন্দনা (চরিতামৃত অনুযায়ী অথবা কোন প্রামান্য গ্রন্থ অনুযায়ী), বন্দনার সহিত সুর যোজনার চেষ্টা, সংস্কৃত শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ (ন্যুনতম চার পংক্তি) কীর্তনের আলাপ শিক্ষা। লোফা তালে এবং ছোট দোঠুকি তালের মাধ্যমে পদাবলী কীর্তনের প্রচলিত সুরে শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ খন্ড হইতে পদকর্তা দ্বিজ ভীমের ভনিতা সমেত, "কী রূপ দেখিনু .... পরাণ রয়" পদটি সম্পূর্ণ মোটামুটি আখর সমেত ও সাধ্যানুযায়ী পদের পূর্বাভাষ বিস্তার সমেত পদাদি গাহিতে পারা।

রাগ ঃ ভূপালী, বিলাবল।

শাস্ত্র

মাত্রা, কাল, ফাঁক, সম এবং তালের ভাগ সমূহ বিশেষ ভাবে জানা। লোফা ও ছোট দোঠুকি তালের ছক্ অঙ্কণ করা। হাতের ঈঙ্গিতে তালের গতি মাত্রা সমেত প্রদর্শন। মহাপ্রভুর জীবনী প্রথম অধ্যায় সম্বন্ধে জ্ঞান (চরিতামৃত অনুযায়ী মোটামুটি)।

দ্বিতীয় বর্ষ

(জুনিয়ার ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

ভূপালী ও দেশ রাগ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা ও সরগম মাধ্যমে আরোহণ ও অবরোহণ করা।

শ্রীরাধিকার রূপানুরাগ খন্ড হইতে পদকর্তা জ্ঞানদাসের ভনিতা সমেত সম্পূর্ণ পদ ছোট দাসপহির তালে মোটামুটি আখর সমেত শিক্ষা (ন্যুনতম চারখানা পদ)।

পদের পূর্বে বা মধ্যে সাধ্যানুযায়ী দু-চার কথা বলার চেষ্টা করা।

পদ ঃ- "দেখে এলাম তারে সহ .... শ্যামের লেহ"। (জ্ঞানদাস)

www.CharukalaMandir.org

"একাকৃষ্ণ .... কদম্বের ডালে"।
তাল ঃ ছোট দশকুশী, মোটামুটি আখর সমেত। প্রথম হইতে "জলেতে মিশায়" পর্যন্ত ছোট দশকুশী, পরবর্তী পদ সমূহ লোফা তালে তাল ফেরতা করা। সাধ্যানুযায়ী পদের প্রথমে বা মধ্যে পদের ভাব অনুযায়ী কথা বলার চেষ্টা। কুঞ্জভঙ্গ খন্ড হইতে 'রাই জাগো রাই জাগো বলে' পদটি সম্পূর্ণ প্রভাতী সুরে গাওয়া।
রাগ ঃ ইমন, ভৈরবী।

শাস্ত্র

পদ ও আখরের মধ্যে পার্থক্য জ্ঞান। তালকে বিলম্বিত ও দ্রুত গতিতে হাতের ইংগিত দ্বারা প্রদর্শন। ছোট দশকুশী ও ছোট দাসপহির তালের ছক আঁকিয়া দেখান। তালের কাটান বা দুনি সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা।
শ্রী শ্রী মহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে আদিখন্ড ভালভাবে জানা। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও উল্লেখযোগ্য ভক্তবৃন্দের পরিচয় সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ।

তৃতীয় বর্ষ

(সিনিয়র ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

ভীমপরশ্রী ও ভৈরবী রাগের সরগম সম্পন্ধে ধারণা। তিন গ্রামে আরোহণ ও অবরোহণ।
ছোট দাসপহির তালে সন্ধারতি কীর্তন ঃ ভালি গোরাচাঁদের — প্রকাশ" ঃ পদকর্তা — বীর বল্লভ দাস।
চঞ্চুপুট, ঝাতি বা লোফা তালে "প্রার্থনা-কীর্তন" ঃ— শ্রীহরয়ে নমঃ কৃষ্ণ নরোত্তম দাস। পদকর্তা ঃ— নরোত্তম দাস।
প্রামান্য মহাজনের যে কোন বিষয়ক পদ হইতে মধ্যম দশকুশী তালে কাটান সমেত দুই পংকি কীর্তন। প্রমান্য মহাজনের পদ হইতে (যে কোন বিষয়) তেওট তালে কাটান সমেত দুই পংতি কীর্তন। প্রামান্য মহাজনের যে কোন বিষয়ক পদ হইতে ঝাঁপতালে আখর সমেত আট পংতি কীর্তন।
রাগ ঃ বেহাগ, ভৈরবী, আশাবরী।

www.CharukalaMandir.org

শাস্ত্র

মধ্যম দশকুশী, তেওট ও ঝাঁপতাল সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন। তালের ছক আঁকিয়া দেখান। হাতের ইঙ্গিতের সাহায্যে গতি প্রদর্শন।
লোফা, ছোট দশকুশী, ছোট দাসপহির, ছোট দোঠুকি, মধ্যম দশকুশী, ঝাতি, ঝাঁপ ও তেওট তালের বাণী বা বোল মুখস্থ করা।
বোল অনুযায়ী হাতের ইঙ্গিতে প্রদর্শন।
শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, দেবকী, নন্দ, যশোদা, বলরাম, সুবসাদি সখা, অক্রুর, কংস, রোহিনী প্রভৃতির সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ এবং কৃষ্ণের জন্ম বৃত্তান্ত হইতে কংস বধ পর্য্যন্ত যে মোটামুটি ধারণা অর্জন করা।

চতুর্থ বর্ষ

ব্যবহারিক

তানপুরা বাঁধিতে শেখা। তানপুরার সাহায্যে ধানশ্রী, মারুবেহাগ, গৌরী রাগ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা ও স্বর পরিচালনা করা।
ভাগবৎ প্রারম্ভে পঞ্চতত্ত্ব কীর্তন।
যে কোন পালার শ্রীগৌর চন্দ্রের একখানা পদ (প্রামান্য মহাজনের সম্পূর্ণ পদ আখর সমেত নিম্নোক্ত তাল সমূহ) ঃ—
সোম, মধ্যম দশকুশী, ঝাতি একতালি, লোভা জামালী।
প্রামান্য মহাজনের পদ হইতে কাটান সমেত নিম্নোক্ত তাল সমূহে কীর্তন করা এবং তৎসহ আখরা যোজরা করা ঃ—
বড় দোঠুকী, ধরা, বিরাম, একতালি।
রাগ ঃ বাগেশ্রী, জৌনপুরী।

শাস্ত্র

সোম, ধরা বিরাম ও একতালি তালের ছক আঁকা। হাতের সাহায্যে প্রদর্শন।
রাধা কৃষ্ণ এবং অষ্ট সখি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান।

পঞ্চম বর্ষ

(সংগীত বিশারদ)

ব্যবহারিক

বিভাস, ললিত, মল্লার রাগ সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন। গৌরচন্দ্র সমেত

www.CharukalaMandir.org

যে কোন একটি পালা (অল্প বিস্তার সমেত)। পূর্ববতী সমস্ত তালে আখর সমেত গাহিতে পারা। বিভিন্ন পদকর্তার নূন্যতম সাতখানা পদ সহ নরোত্তম দাসের প্রার্থনা।

শাস্ত্র

বিদ্যাপতি, চন্ডিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্তার একই বিষয় অবলম্বনে বিভিন্ন পদ রচনা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারনা। সাধ্যানুসারে কবিগণের জীবনী জানা।

রস শাস্ত্র সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন। শ্রীধাম, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, মথুরা, যাবট, দ্বাদশ, কানন, যমুনা, যোগমায়া, চিৎশক্তি, বড়াই, সুবল সখা, চন্দ্রাবলী, শ্রীকৃষ্ণের দুতি, কালিয়া নাগ, গিরি গোবর্দ্ধন ও কৃষ্ণের হাতের বংশী, মুরলী এবং রেণু সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন।

রাগ ঃ মালকোষ, বসন্ত।

ষষ্ঠ বর্ষ

ব্যবহারিক

পুরবী, পুরিয়া, সিন্ধু ও কেদার রাগে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন। গৌরচন্দ্র সমেত ছোট আকারে যে কোন দুটি পালা (নুন্যতম আটখান্য পদ)। পালার অন্তর্গত যে কোন দুখানি পদ মাধ্যমে পদের অন্তনির্হিত রস ও ভাষা ভাবের মাধ্যমে সাধ্যানুসারে বিকাশের চেষ্টা, অনড়, বিষম, পঞ্চম, শশিশেখর, গঞ্জন, দোজ, বীর বিক্রম, খামসা, রূপক, তেলটি, একতাল প্রভৃতি তালে যে কোন এক বা দুই পতি কীর্তন গান শিক্ষা।

শাস্ত্র

উপরোক্ত তালগুলির ছক্ আঁকা, হাতের ইংগিত দ্বারা গতি প্রদর্শন। নাম অপরাধ এবং রসাভাব সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান।

সপ্তম বর্ষ

(সংগীত আচার্য্য)

ব্যবহারিক

খাম্বাজ, ইমন, টোড়ী, ভৈরব, ছায়ানট প্রভৃতির রাগ সম্বন্ধে জ্ঞান।

মহাপ্রভু প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান। চরিতামৃত এবং উজ্জ্বল

www.CharukalaMandir.org

নীলমণি গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা।
গৌর বিষয়ক ও বিভিন্ন ভক্তিমূলক কীর্তন বা প্রার্থনা কীর্তনের অভ্যাস।
পূর্বরাগ, গোষ্ঠ দান, নৌকা, মান, সুবল মিলন, মাথুর প্রভৃতি লীলা সম্বন্ধে ধারণা এবং গাইতে পারা।
নর্তক রাসের পদ সমূহ (নৃত্য মাধ্যমে) কীর্তন করা এবং অষ্টতালে কীর্তন শিক্ষা।

শাস্ত্র

চরিতামতে বর্ণিত "রাধাকৃষ্ণ প্রণয়োঃ বিকৃতি — নমি কৃষ্ণ স্বরূপম" শ্লোকটি ব্যাখ্যা এ রামানন্দ সংবাদের সম্পূর্ণ অংশ অবগত হওয়া।
শ্রী শ্রীমহাপ্রভুর মধ্য এবং অন্তঃলীলা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা অর্জন করা।
কীর্তন অঙ্গে বর্ণিত তাল সমূহ হইতে সহজ সাধ্য তাল সমূহ মৃদঙ্গ বা খোলে বাদন শিক্ষা।
বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র ও ব্যবহারিক বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইবে।

তবলা ও পাখোয়াজ

প্রাথমিক বর্ষ

এই বর্ষের শাস্ত্র পরীক্ষা মোখিক হইবে

ব্যবহারিক

তবলা ও পাখোয়াজের বর্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান।
দাদরা, কাহারবা ও ত্রিতাল — হাতের তালির সাহায্যে ও আঙ্গুলের কড়ে গোনা, ঠায় লয়ে দেখান এবং তবলায় পরিবেশন।
ত্রিতালে ১টি কায়দা, ১টি পালটা, ১টি তেহাই।
পাখোয়াজ ঃ চৌতালের ঠেকা। চৌতালে ১টি কায়দা ও টুকরা, পাল্টা ১টি তেহাই ও ১টি টুকরা।

শাস্ত্র

সম, তালি, খালি, ঠায়, ঠেকা, মাত্রা, তাল, কায়দা, টুকরা, পালটা, তেহাই।
তাল পরিচিতি।

www.CharukalaMandir.org

প্রথম বর্ষ

ব্যবহারিক

গতবর্ষের ব্যবহারিক ও শাস্ত্রের অনুশীলন।
ত্রিতালে ২টি কায়দা, ২টি পাল্টা, ২টি তেহাই, ২টি টুকরা ও ১টি মুখড়া।
একতাল ঠেকাকে বাজান। দাদরা কাহারবা তালের প্রকার।
পাখোয়াজ ঃ চৌতালে ২টি কায়দা ২টি পাল্টা, ২টি তেহাই, ২টি টুকরা, ১টি মুখড়া ও ১টি পরণ।
প্রত্যেকটি তালের ঠেকাকে তবলায় বা পাখোয়াজে এবং হাতের ইংগিতে ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে প্রদর্শন।

শাস্ত্র

কায়দা, পালটা, তেহাই, টুকরা, মুখড়া এবং তালের ঠেকাকে মাত্রা, বিভাগ, সম, তালি, খালি সহ ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে তাললিপিতে লিখন। ভাতখন্ডে তালপিলি পদ্ধতি। ত্রিতাল, একতাল, ঠায়, দ্বিগুণ লয়ে লেখা। লয় (বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত), উঠান, তাল, বিভাগ, দ্বিগুণ, বোল, মুখড়া, মোহড়া, আবর্তন। তবলা ও পাখোয়াজের অঙ্গ বর্ণনা।
জীবনী ঃ মজীদ খাঁ, হীরু গাঙ্গুলী ও দুর্লভ ভট্টাচার্য্য।

দ্বিতীয় বর্ষ

(জুনিয়ার ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

গত বর্ষের ব্যবহারিক ও শাস্ত্রের অনুশীলন।
ত্রিতাল উঠান, পেশকার, পালটা সহ ২টি কঠিন কায়দা, ২টি কঠিন টুকরা ও ১টি মোহরা। একতালে ১টি কায়দা, ১টি পালটা, ১টি টুকরা, পেশকার উঠান ও ১টি মুখড়া। ঝাঁপতাল, একতাল, ত্রিতাল, দাদরা কাহারবা তালের ঠেকা হাতের ইংগিতে ঠায়, দ্বিগুণ লয়ে বলা ও তবলায় উপস্থাপন। ত্রিতাল, একতাল, দাদরা ও কাহারবা তালের ঠেকার প্রকার।
পাখোয়াজ ঃ সুরফাঁকতাল ও চৌতালে উঠান ২টি পরণ,২টি টুকরা, ১টি রেলা, ২টি কঠিন কায়দা। পালটা সহ ১টি মুখড়া, ১টি মোহরা ও ২টি তেহাই। ঝাঁপতাল, চৌতাল ও সুরফাঁকতাল এর ঠেকাকে ঠায়, দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে হাতের ইংগিতে ও তবলায় প্রদর্শন।

www.CharukalaMandir.org

শাস্ত্র

গত বর্ষের এবং বর্তমান বর্ষের তালিকাগুলির ঠেকা, ঠায় দ্বিগুণ, ও চৌগুণ লয়ে তাললিপিতে লেখা।

পেশকার, রেলা, ত্রিগুণ, চৌগুণ, পরণ, কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি (তিস্র, চতস্র, খন্ড, সংকীর্ণ, মিশ্র), ছন্দ, দমদার, তেহাই, বেদমার তেহাই।

বিষ্ণু দিগম্বর ও ভাতখন্ডে তাললিপির তুলনাত্মক অধ্যয়ন।

জীবনী ঃ সতীশচন্দ্র দত্ত (দানিবাবু), অবনী গাঙ্গুলী, আহমেদ জান থেরেকুয়া ও আল্লারাখা।

তৃতীয় বর্ষ

(সিনিয়ার ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

বিগত বর্ষের ব্যবহারিক ও শাস্ত্রের অনুশীলন।

তবলা সুরে মিলান।

ত্রিতালে এবং ঝাঁপতালে লহরা বাজান। ত্রিতাল ঝাঁপতাল ও একতালে — কায়দা, পাল্টা তেহাই, মুখড়া, মোহরা, রেলা, পরণ, চক্রদার ও সরল গৎ। দাদরা ও কাহারবা তালের লগ্নী ও লড়ী। আড়াচৌতাল, ধামার, অদ্ধা, যৎ ও রূপক তালের ঠেকা ঠায় লয়ে বলা ও তবলায় প্রদর্শন।

পাখোয়াজ ঃ চৌতাল, আড়চৌতাল ও ধামার তালের ক্ষেত্রে পূর্ব পৃষ্ঠার উল্লেখিত বিষয়গুলি প্রযোজ্য হইবে।

শাস্ত্র

প্রাথমিক হইতে তৃতীয় বর্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত তালের ঠেকা, ঠায় দ্বিগুণ, ত্রিগুণ ও চৌগুণ লয়ে হাতের ইংগিতে বলা ও তাললিপিতে লেখা। আড়, বাট, লহরা, কলা, যতি, প্রস্তার, তবলা ও পাখোয়াজের অঙ্গ বর্ণনা, পাখোয়াজে আঠার উদ্দেশ্য, তবলা ও পাখোয়াজের বিস্তৃত ইতিহাস ও তুলনাত্মক অধ্যয়ন, সমপ্রকৃতির তালের তুলনা এবং তবলার দশবর্ণ।

তবলা ও পাখোয়াজ বাদকের দোষগুণ।

জীবনী ঃ আনাখেলাল মিশ্র, বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকর ও জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ।

www.CharukalaMandir.org

চতুর্থ বর্ষ

ব্যবহারিক

বিগত বর্ষের যাবতীয় ব্যবহারিক ও শাস্ত্রের অনুশীলন।

ত্রিতাল, ঝাঁপতাল ও একতাল সুন্দর সুন্দর ঠেকার প্রকার, মুখরা মোহরা, উঠান, রেলা, পেশকার, দমদার ও বেদমদার তেহাই, চক্রদার, কায়দা, পাল্টা, দমদার ও বেদমদার টুকরা ইত্যাদি এবং উক্ত তালগুলির লহরা বাজান এবং উহাদের ঠায়, দ্বিগুণ ত্রিগুণ, চৌগুণ, আড় ও কুয়াড় লয়ে প্রদর্শন। পূর্ববর্তী বর্ষের তালগুলির কিছু ফরমাইসী কমালী, চক্রদার টুকরা বিভিন্ন প্রকারের লোম বিলোম।

ধামার, ঝুমরা, তেওড়া ও রূপক তালে কায়দা, পাল্টা মুখড়া পরণ টুকরা ও রেলা। (ঠায় লয়ে ও দ্বিগুণ লয়ে) শিখর ও দীপচন্দী তালের ঠেকা হাতের ইংগিতে বলা ও তবলায় প্রদর্শন।

গীত ও গৎ-এর সহিত বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ে সঙ্গত। **Solo** বাদন কি?

শাস্ত্র

বিগত বর্ষের যাবতীয় তালের ঠেকা, কায়দা পালটা, পরণ টুকরা, ঠায়, দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চৌগুণ, আড় ও কুয়ার লয়ে তাললিপিতে লেখা। অতীত, অনাগত, তালের দশপ্রাণ ও ভারতীয় সংগীতে উহার মাহাত্ম্য। কর্ণাটিক তাল পদ্ধতি অধ্যয়ন, তবলার বিভিন্ন ঘরাণা। লগ্‌গী, লড়ী সাথ সংগত, কুয়াড়, বিয়াড়, বিসর্জিতম, লয়কারী ও বিভিন্ন মাত্রা হইতে, তেহাই, তৈয়ারী, নবহক্কা, জবাবী, পরণ, ফরমাইসী (কমালী পরণ) দুপল্লী, চৌপল্লী, ঘনবাদ্য গৎ কায়দা, রৌ, একহাতি, বোল, কায়দা ও পেশকার।

বিভিন্ন ঘন বাদ্যের ইতিহাস, তবলা ও পাখোয়াজের উৎপত্তি।

জীবনী : কেরামতউল্লা খাঁ, নগেন মুখোপাধ্যায়, কেশব বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলী (নাটুবাবু)।

পঞ্চম বর্ষ

(সংগীত বিশারদ)

ব্যবহারিক

বিগত বর্ষগুলির যাবতীয় ব্যবহারিক ও শাস্ত্রের অনুশীলন।

ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, একতাল, চৌতাল, আড়াচৌতাল, রূপক ও ধামার তালে

www.CharukalaMandir.org

বিশেষ দক্ষতার সহিত শোলো, স্বতন্ত্রবাদনে ঠেকার প্রকার, কায়দা পাল্টা, পেশকার, উঠান, টুকরা, মুখড়া, মুখড়া গৎ রেলা পরণ, দমদার ও বেদমদার তেহাই, অতীত অনাগত চক্রদার ফরমাইসী ও কমালী পরণ, লোমবিলোম, নবহক্কা দুপল্লী, ত্রিপল্লী চৌপল্লী ইত্যাদি প্রয়োজন।

পঞ্চম সোয়ারী তালের ঠেকা, বিস্তার কায়দা, পাল্টা পরণ ইত্যাদি ঠায় লয়ে বাজান ও তালির সাহায্যে বলার অভ্যাস।

তালির সাহায্যে ও তবলা বাদন দ্বারা আড়, কুয়াড়, বিয়াড় ইত্যাদি লয়ে বোল, পরণ ইত্যাদির উপস্থাপন।

অন্যান্য বিলম্বিত তাল ঃ ঝাঁপতাল, একতাল, ঝুমড়া ও ত্রিতাল।

শাস্ত্র

বিগত বর্ষগুলির সমস্ত পরিভাষাগুলির পঠন।

লয় ও লয়কারীর পার্থক্য, তবলা ও পাখোয়াজের বাদন ভঙ্গীর পার্থক্য।

হিন্দুস্থানী, কর্ণাটক ও পালুসকর তাল পদ্ধতির তুলনা।

তালের তুলনাত্মক অধ্যায়ন, তাললিপিতে বিভিন্ন লয়কারী লিখন।

তাললিপির সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।

স্বর ও তালের সম্বন্ধ। রসসিদ্ধি ও ভাবব্যক্তিতে তালের সহায়তা।

তবলা বাদন শৈলী এবং বিভিন্ন ঘরাণার প্রভেদ সম্বন্ধে সবিশেষ বিশ্লেষণ।

সোলা ও সংগতের সিদ্ধান্ত ও বিধি।

তাললিপির ক্ষেত্রে ভাতখন্ডে ও বিষ্ণু দিগম্বর তাললিপি পদ্ধতির উপযোগিতা ও তুলনামূলক আলোচনা।

জীবনী ঃ আবিদ হোসেন, প্রসন্নকুমার বণিক ও মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ষষ্ঠ বর্ষ

ব্যবহারিক

ঝাঁপতাল, সুরফাঁকতাল, একতাল, চৌতাল, আড়াচৌতাল, পঞ্চম সওয়ারী, শিখর, মত্ত, রূপক, তেওড়া, আদ্ধা, পস্তো, ব্রহ্ম, মধ্যমান, (তবলা ও পাখোয়াজের ক্ষেত্রে যেকটি প্রযোজ্য) তালের ঠেকা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সহ আড়লয়েও প্রদর্শন ঃ- কায়দা, রেলা, পেশকার, পাল্টা, বাট, টুকরা, মোহরা, মুখড়া, গৎ পরণ, উঠান, দমদার বেদমদার তেহাই, চক্করদার, ফরমাইসী ও কমালী পরণ, জবাবীপরণ, অতীত-অনাঘাত, লোম বিলোম, দুপল্লী, ত্রিপল্লী ইত্যাদি।

সহায়ক পুস্তক তালিকা

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জন্য

ভাতখন্ডে ক্রমিক পুস্তক মালিকা (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খন্ড)

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস	—	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
মগন গীত	—	চিন্ময় লাহিড়ী
সঙ্গীত তত্ত্ব	—	দেবব্রত দত্ত

রবীন্দ্রসঙ্গীত

রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি	—	স্বর বিতান দ্রষ্টব্য
সঙ্গীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান	—	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সঙ্গীত তত্ত্ব	—	দেবব্রত দত্ত

নজরুল গীতি

নজরুলগীতি অন্বেষা	—	কল্পতরু সেনগুপ্ত
সঙ্গীত তত্ত্ব	—	দেবব্রত দত্ত

ভাবসংগীত (সুগম)

শাক্ত পদাবলী	—	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
সঙ্গীত পরিক্রমা	—	নারায়ণ চৌধুরী

লোকসঙ্গীত

লোকসঙ্গীত সমীক্ষা	—	হেমাঙ্গ বিশ্বাস
বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর	—	ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য

তবলা

তবলার ব্যাকরণ	—	প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

নৃত্যের জন্য

কত্থক নৃত্য	—	প্রহ্লাদ দাস
নৃত্য ভারত	—	ডঃ মঞ্জুলিকা রায়চৌধুরী

চিত্রকলা

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী	—	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শিল্প ও শিল্পী	—	কৃষ্ণলাল দাস
চিত্রকলা	—	চন্দ্রিমা দাশগুপ্ত, অরবিন্দ ঘোষ

www.CharukalaMandir.org

কায়দা, টুকড়া, মোহড়া, মুখড়া পরণ তেহাই ইত্যাদি তৈয়ারী করা। সকল প্রকার সংগতে পারদর্শী। বিভিন্ন মাত্রা হইতে তেহাই প্রদর্শন।

শাস্ত্র

ভারতীয় সংগীতের (তবলা ও পাখোয়াজ) ইতিহাস। কর্ণাটিক ও হিন্দুস্থানী তাল-পদ্ধতির তুলনা। আকার মাত্রিক ও পাশ্চাত্য তাললিপি পদ্ধতিতে তাল লিখন। পাশ্চাত্য সংগীতে অনবদ্য বাদ্যের স্থান। তবলা ও পাখোয়াজের নির্মাণ প্রণালী ও উহাদের বিভিন্ন অংগের জ্ঞান।

জীবনী ঃ কণ্ঠে মহারাজ, আহমেদজান থেরেকুয়া ও পন্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখন্ডে।

সপ্তম বর্ষ

(সংগীত আচার্য্য)

ব্যবহারিক

ঝুমড়া, সওয়াড়ী (১৬ মাত্রা), তিলওয়াড়া, পাঞ্জাবী দীবাচন্দী ধুমালী, ধামার, গজঝম্প, লক্ষ্মী, পস্তো, আদ্ধা (তবলা ও পাখোয়াজের ক্ষেত্রে যেকটি প্রযোজ্য) তালের ঠেকাগুলি কুয়াড়লয় সহ ৬ষ্ঠ বর্ষের ন্যায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রদর্শন।

শাস্ত্র

লয় ও লয়কারীর পার্থক্য। স্বর ও তালের সম্বন্ধ। ভারতীয় ধনবাদ্যর বর্গীকরণ। সয়ম্ভু (সহায়ক নাদ) স্বরের সহিত ণাদের জাতির সম্বন্ধ। বিভিন্ন লয়কারীতে তালের ঠেকা ও বিস্তার। আকারমাত্রিক পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লিখন।

জীবনী ঃ রাম সহায় ও নথ্ থু খাঁ সাহেব।

---

www.CharukalaMandir.org

নবম সংস্করণ পাঠ্যসূচী ১লা এপ্রিল, ২০১৪ সাল হইতে প্রযোজ্য

চিত্রকলা

মূল্য - একশ টাকা

সর্বভারতীয় চারুকলা মন্দিরের পক্ষে কর্মসচিব কর্তৃক প্রকাশিত।
রেজিঃ হেড অফিস - ৫বি/৩, বিপিন মিত্র লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪
দূরভাষ - ০৩৩ ২৫৫৫ ০০৪৯ মোবাইল - ৯৮৩১১৪৩৭৯২

সর্বভারতীয় চারুকলা মন্দির

(অল-ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাসোসিয়েশন)

— পাঠ্যক্রম —

SARVA BHARATIYA CHARU KALA MANDIR

নৃত্য

(Classical Dance)

www.CharukalaMandir.org

ভরত নাট্যম্

প্রাক-প্রাথমিক বর্ষ

ব্যবহারিক

আডাউ-এর প্রারম্ভিক পদক্ষেপন (১নং থেকে ৬নং পর্যন্ত্য ঠায় লয়ে)। ঠায় লয়ে দাদরা তালে পদক্ষেপন। আডাউগুলি মুখে বলার অভ্যাস। দাদরা তালে যে কোন একটি নৃত্য।

প্রাথমিক বর্ষ

ব্যবহারিক

তিন প্রকারের হস্ত ও পদ সঞ্চালন। দাদরা ও কাহারবা তালে যে কোন নৃত্য। আডউ ৭নং হইতে ১৩ নং পর্য্যন্ত ঠায় লয়ে। আডাউগুলি হাতে তালি দিয়ে বলার অভ্যাস।

শাস্ত্র

পরিভাষা ঃ সম, মাত্রা, ছন্দ, লয় ও তালি।
মুদ্রা কাহাকে বলে? পাঁচটি সংযুক্ত ও অসংযুক্ত মুদ্রার নাম।

এই বর্ষের শাস্ত্র পরীক্ষা মৌখিক হইবে।

প্রথম বর্ষ

ব্যবহারিক

আডাউ — ১৪ নং হইতে ২৩ নং পর্য্যন্ত ঠায়, দ্বিগুণ লয়ে। দশটি অসংযুক্ত হস্ত মুদ্রা। নমস্কারের অভ্যাস। হাতের তালিতে আডাউগুলি মুখে বলার অভ্যাস। যে কোন একটি প্রাদেশিক নৃত্য।

শাস্ত্র

ভরত নাট্যমের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান। তালের পাঁচ জাতির পরিচয়। লঘু, দ্রুতম্ ও অনুদ্রুতমের জ্ঞান।
মাত্রা, তাল, ছন্দ, সম, তালি, খালি, বিভাগ, আডাউ, প্রণাম, ভ্রমর, পতাকা, ত্রিপতাকা। ভাতখন্ডে তাল পদ্ধতি।
জীবনী ঃ বড়ী ভেলু ও বালা সরস্বতী।

www.CharukalaMandir.org

দ্বিতীয় বর্ষ

(জুনিয়ার ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

আলারিপু — তিশ্রজাতিতে (ঠায়, দ্বিগুণ) করিবার অভ্যাস।
হাতে তালি দিয়ে আলারিপু ও আডাউ বলার অভ্যাস।
আডাউ ২৪ নং হইতে ৩৮ নং পর্য্যন্ত দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে। হাত, শির এবং মাথা তিন লয়ে সঞ্চালন করিবার অভ্যাস।

শাস্ত্র

ভরত নাট্যমের ১৩টি মুদ্রা ও ২৪টি অসংযুক্ত মুদ্রার জ্ঞান। আদিতাল, সপ্ততাল, লাস্য, জাতি, লঘু, অনুদ্রুত, দ্রুতম, চতুশ্রম্। আডাউ-এর পরিভাষা। সপ্ততালের সাধারণ জ্ঞান। রূপক তালের ঠেকা, তাল, মাত্রা সহ অভ্যাস। ভরত নাট্যম্ নৃত্যের পরিচয়।
জীবনী ঃ রুক্মিনী অরুন্ডেল, গুরু মীনাক্ষী সুন্দরম্ পিল্লাই।

তৃতীয় বর্ষ

(সিনিয়ার ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

আডাউ ৩৯ নং হইতে ৬০ নং পর্য্যন্ত। আলারিপু, যতিস্বরম যে কোন একটি রাগে আদিতাল (৮মাত্রা) পূরবী অথবা ভৈরবী রাগে শ্লোকম্। হাতে তাল দিয়ে যতিস্বরম বলার অভ্যাস।

শাস্ত্র

ভরত নাট্যমের ক্রমিক ইতিহাস। সংযুক্ত মুদ্রার ব্যাখ্যা।
ভরতনাট্যম্ সঙ্গীত, শিখর, কেশভরণ, শব্দম্, পদ্মিনী, লঘ, পিল্লানা, জেদী। কর্ণাটক তাল সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান। শিরভেদ দৃষ্টিভেদ, সম্বন্ধে জ্ঞান। পাঁচটি জাতির অট্টা, ধ্রম, মট্টম তালের ঠেকা তাললিপিতে লেখা। নৃত্য ও নৃত্যনাট্যের আলোচনা।

জীবনী ঃ ছিন্নইয়া বালা সরস্বতী ও গুরু কান্ডাপ্পা পিল্লাই।

www.CharukalaMandir.org

চতুর্থ বর্ষ

ব্যবহারিক

যে কোন রাগে ১টি শব্দম্। তান্ডব ও লাস্যে একটি করিয়া সরল পদম্। আডাউ ৬১ হইতে ৭৬ নং পর্য্যন্ত দ্রুত লয়ে অভ্যাস। একটি শ্লোকম্ সংযুক্ত মুদ্রা সহযোগে — হংসধ্বনি ও বসন্ত রাগে ত্রিপুট তালে। দক্ষিণ ভারতের লোকনৃত্য।

শাস্ত্র

ভরতনাট্যম্, কত্থক, মনিপুরী নৃত্যের তুলনামূলক জ্ঞান। তালের দশ প্রাণ। মুদ্রা কি অর্থে প্রযোজ্য ? চতুরস্র, স্বদাসী, কুচ্চীপুদী, তাম্রচূড়, সর্পশীর। প্রাচীন কাল হইতে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাস। ভরতনাট্যমে বাদ্যযন্ত্র প্রয়োগ। ভরতনাট্যম নৃত্যে সঙ্গীতের স্থান। করণ ও অঙ্গহারের সাধারণ জ্ঞান।

জীবনী ঃ বড়ীভেলু পুনহৈয়া।

পঞ্চম বর্ষ

(সংগীত বিশারদ)

ব্যবহারিক

বসন্ত রাগে খন্ড জাতি রূপক তালে এক যতিস্বরম্। দক্ষিণ ভারতীয় কোন একটি বিশেষ উৎসবের নৃত্য। উত্তর ভারতের দুইটি লোকনৃত্য। যে কোন রাগে একটি বর্ণম্।

যে কোন রাগে একটি তিল্লানা। হাতের সকল মুদ্রাগুলি প্রদর্শন। নবরস। বিগত সকল বর্ষের নৃত্যচর্চ্চা।

শাস্ত্র

ভরতনাট্যমে নবরস ভাবের প্রাধান্য। রবীন্দ্রনৃত্যে ভরতনাট্যম নৃত্য শৈলীর প্রভাব। ভরতনাট্যমের ক্রমবিকাশ। সপ্ততালের পূর্ণ পরিচয়। শাস্ত্রীয় নৃত্য ও লোকনৃত্যের প্রভেদ। নাট্যবানদের ভূমিকা। ভরতনাট্যম নৃত্যে চিন্নাইয়া, পুন্নাইয়া, ওয়াডিভেলু ও শিবানন্দের ভূমিকা। বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র ও ব্যবহারিক বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হবে।

www.CharukalaMandir.org

ষষ্ঠ বর্ষ

ব্যবহারিক

তান্ডব ও লাস্যের এক একটি পদম্। যে কোন রাগে ১টি বর্ণম্। তিল্লানা চতস্র জাতি ত্রিপুটি তালে বা চতস্র জাতি রূপক তালে। হাতের সকল মুদ্রাগুলি প্রদর্শন। পূর্ব্বোক্ত সকল বর্ষের ব্যবহারিক অধ্যয়ন।

শাস্ত্র

দক্ষিণ ভারতের দেবদাসীদের জীবন পদ্ধতি। অভিনয় ভেদ তিল্লানার ব্যাখা। দৃষ্টিভেদ শ্লোকসহ নাট্য শাস্ত্র ও অভিনয় দর্পনাসারে নৃত্যে ঘুংগুরের প্রয়োজনীয়তা। ভরতনাট্যম নৃত্যের জনপ্রিয়তা।

বর্ণম্ তাল পদ্ধতিতে লেখা অভ্যাস। আলারিপু, যতিস্বরম্ ও শব্দম্ নৃত্যের অনুষ্ঠান সূচী। ভরতনাট্যম্, কথাকলি, মনিপুরী ও ওড়িশী নৃত্যের তুলনাত্মক আলোচনা।

বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র অধ্যয়ন।

সপ্তম বর্ষ

(সংগীত আচার্য্য)

ব্যবহারিক

পূর্ব্বোক্ত সকল বর্ষের পাঠ্যক্রম অধ্যয়ন।

যে কোন একটি পদম্। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ২টি করে লোকনৃত্য। পাঠ্যক্রমের সমস্ত তাল হাতে তালি দিয়ে বলার অভ্যাস। মঞ্চ প্রদর্শন।

শাস্ত্র

ভরতনাট্যম্ নৃত্যে একজন সার্থক নৃত্যশিল্পীর গুণাবলী।

নৃত্যে তালের ও সঙ্গীতের গুরুত্ব। রঙ্গমঞ্চের পূর্ণ পরিচয়।

ভরতনাট্যম্ নৃত্যের উৎপত্তি। তান্ডব ও লাস্যের পূর্ণ জ্ঞান।

শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলির পরিচয়। ভারতীয় নৃত্যের প্রাচীনতা।

বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র অধ্যয়ন।

---

www.CharukalaMandir.org

ওড়িশি নৃত্য

প্রাক-প্রাথমিক বর্ষ

ব্যবহারিক

ভূমি প্রণাম, পাঁচটি অসংযুক্ত মুদ্রার অভ্যাস। তালি, খালি ও প্রাথমিক তালের জ্ঞান। বিভিন্ন সঙ্গীতে অঙ্গ পদ সঞ্চালন (চৌকা ও ত্রিভঙ্গী)।

প্রাথমিক বর্ষ

ব্যবহারিক

ভূমি প্রণাম, দশটি অসংযুক্ত মুদ্রার অভ্যাস। প্রারম্ভিক পদ সঞ্চালন। একপদী অভ্যাস। প্রাথমিক তালের অভ্যাস। গনপতি বন্দনা নৃত্য প্রদর্শন।

শাস্ত্র

বেলী, চালী, তালি, খালি, আবর্তন, লাস্য, তান্ডব। মুদ্রা, ত্রিপুট ও একতালে জ্ঞান। হাতের মুদ্রার সম্পর্কে জ্ঞান। ওড়িশি নৃত্যের উৎস সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারনা। (শাস্ত্র পরীক্ষা মৌখিক হইবে)।

প্রথম বর্ষ

ব্যবহারিক

পুষ্পাঞ্জলী প্রদান ও মঙ্গলাচরণ নৃত্য প্রদর্শন। গড়ি, চতুর্মাত্রিক তিহাই, দশটি ত্রিভঙ্গী এবং দশটি চৌ এর অভ্যাস, বটু নৃত্য প্রদর্শন। গুরু প্রণাম, সভা অভিবাদন এবং কটি চালনা নৃত্য প্রদর্শন। একতালের কিছু খন্ড জানা দরকার। দশটি অসংযুক্ত মুদ্রা, ৫টি সংযুক্ত মুদ্রার জ্ঞান।

শাস্ত্র

চৌকা, ভূমিপ্রণাম এবং সভা অভিবাদন। তাল, বটু, স্থায়ী, কর্ণ, মাত্রা, ছন্দ, মুদ্রা। নৃত্যের উপকারীতা, শিরভেদ, গ্রীবাভেদের জ্ঞান, নমস্কারের জ্ঞান। একতালের ঠেকা লিখিবার অভ্যাস। ওড়িশি নৃত্যের উৎপত্তি। ওড়িশি নৃত্যের বিভিন্ন বিভাগ।

www.CharukalaMandir.org

দ্বিতীয় বর্ষ

ব্যবহারিক

উড়িষ্যার দেবালয়ে খচিত নৃত্য ভঙ্গিমার অভ্যাস। উড়িষ্যার একটি লোকনৃত্য। কুম্ভপদ জ্ঞান, একপদ। গীতাভিনয় — গোপাল কৃষ্ণ। বটু নৃত্য বা স্থায়ী বটু নৃত্যের অভ্যাস। বসন্ত পল্লবী বা অন্য কোন ছোট রাগের উপর পল্লবী নৃত্য প্রদর্শন। একতাল, আদিতাল ও খেমটা তাল প্রদর্শন।

শাস্ত্র

ওড়িশি নৃত্যের মূল পর্যায়।

লাস্য ও তান্ডবের পার্থক্য। নৃত্যনাট্যের পার্থক্য। দশটি অসংযুক্ত হস্তমুদ্রার বিনিয়োগ।

ওড়িশি নৃত্যকলার প্রাণপুরুষ জগন্নাথদেব — আলোচনা।

পরিভাষা — চারী, ত্রিভেদ, উত্ত, গড়ী, মঙ্গলাচারণ, মোক্ষ, গোতীপুয়া, পল্লবী, ভ্রমরী। ওড়িশি নৃত্যের মূল স্থায়ী ভঙ্গিমা সম্বন্ধে আলোচনা।

জীবনী ঃ জয়দেব ও গোপাল কৃষ্ণ।

বিগত বর্ষের শাস্ত্র অধ্যায়ন।

তৃতীয় বর্ষ

(সিনিয়ার ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

যে কোন রাগে পল্লবী নৃত্য করিবার অভ্যাস। ইষ্টদেবতা বন্দনা। বনমালীর কাব্যগীতির মাধ্যমে নৃত্যাভিনয়। উড়িষ্যার দুইটি লোকনৃত্য বিভিন্ন তালে। ত্রিপুট, রূপক, মঠা, বামন ও ঝম্পতালে নৃত্য প্রদর্শন। সংযুক্ত ও অসংযুক্ত মুদ্রার সহিত কিছু ভাবের জ্ঞান। গীতাভিনয়-জয়দেবের একটি পদ। তাল প্রদর্শন — ত্রিপুট, রূপক, মঠা ও ঝম্পতাল।

শাস্ত্র

অম্বিকা, তাল, লয়, মাত্রা, ধ্রুব, মঠ, অরসা, মনা, মহারী, অবলয়, উপ্লাবন গটিপুয়া। মঞ্চপূজা, পুষ্পাঞ্জলী, ভাব ও রসের সহিত অঙ্গহার ও করণ প্রদর্শন। দক্ষিণ ভারতীয় সাতটি তালের জ্ঞান। উড়িষ্যার দশতালের জ্ঞান ও নৃত্যের পাঁচ পদ সঞ্চালন। বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র অধ্যয়ন।

www.CharukalaMandir.org

চতুর্থ বর্ষ

ব্যবহারিক

বিভিন্ন রসাভিনয় প্রদর্শন — শির, মুখ, নেত্র, গ্রীবা এবং হস্তপদ। স্বরপল্লবী নৃত্য। তরিঝম — পহপট ও ঝুলা তাল সংযোগে দ্রুতলয়ে নৃত্য। পদানুযায়ী নৃত্যের সহিত গান গাহিবার অভ্যাস। বসন্ত, কল্যাণ, খাম্বাজ ও শংকরা রাগে পল্লবী। ৩টি ওড়িশি লোকনৃত্য প্রদর্শন। গীতাভিনয় জয়দেব। তাল প্রদর্শন — একতাল, ত্রিপুট, ধ্রুব, রূপক ও বুটি আট তাল।

শাস্ত্র

রঙ্গাধীদেব স্তুতি। জগন্নাথ পদ্ধতিতে মহারিশের কার্য, সর্বশ্রী জগন্নাথ, রাজ সিং, মাহেশ্বর মহাপাত্র, সঙ্গীত নারায়ণের সঙ্গীতে অবদান। ভরতনাট্যম্, কুচিপুড়ি অংশের সঙ্গে ওড়িশি নৃত্যের সাদৃশ্য সম্বন্ধে মতামত। রসাভিনয় ও ভাবাভিনয় সম্বন্ধে — স্থায়ীভাব সঞ্চরীভাব অনুভব ও বিভাব। দক্ষিণী তাল সমূহ ভাতখন্ডে পদ্ধতিতে লিখিবার অভ্যাস। কিছু ওড়িশি লোকনৃত্যের বৈশিষ্ট্যের অধ্যায়ন। বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র অধ্যয়ন।

পঞ্চম বর্ষ

(সংগীত বিশারদ)

ব্যবহারিক

দশতালে কঠিনখন্ড ও অরসার অভ্যাস, রসাভিনয় প্রদর্শন। শির, মুখ, গ্রীবা, নেত্র, পুস্তপদ ব্যবহার। চম্পূর একটি পদ গান। চার প্রকার নায়ক, আট প্রকার নায়িকার অভিনয়। ভাষা বিহীন বিভিন্ন ভাবে নৃত্যাভিনয়। উড়িষ্যার সকল প্রকার লোকনৃত্য ও আধুনিক নৃত্যের অভ্যাস। সঞ্চারী সহ গীতগোবিন্দের একটি পদ ভাবাভিনয় প্রদর্শন। গান গাহিয়া নৃত্যের অভ্যাস।

শাস্ত্র

অভিনয় ও উহার প্রকার ভেদ। পদভেদ ও মন্ডলভেদ সম্পর্কে জ্ঞান। রঙ্গাধিদেব, দেবহস্ত, জাতিহস্ত (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ ও শুদ্র) দশাবতারহস্ত, বন্দন, হস্ত, নবগ্রহ হস্তের জ্ঞান। পাত্র লক্ষের জ্ঞান। ওড়িশি নৃত্যে সাজ সজ্জার জ্ঞান।

www.CharukalaMandir.org

উড়িষ্যার তেরটি জেলার পল্লী ও আধুনিক নৃত্যের সাধারণ জ্ঞান। সঙ্গীত সম্বন্ধে সামান্য বিষয়ের উপর নিবন্ধ লিখিবার ক্ষমতা। ওড়িশি নৃত্য প্রদর্শন করিবার সম্যক জ্ঞান। নৃত্য সম্বন্ধীয় রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ সাজ সজ্জা ইত্যাদির জ্ঞান। বিষ্ণু দিগম্বর এবং ভাতখন্ডে তাললিপি পদ্ধতির তুলনাত্মক অধ্যয়ন। ভারতীয় নৃত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কবি, সূর্য্যচম্পূ ও গোপাল কৃষ্ণের সঙ্গীতের অবদান। ওড়িশি নৃত্যে ব্যবহৃত সহযোগী যন্ত্রাদি ও মন্দির কাত্রে বর্ণিত প্রস্তর স্থাবর বিবরণ।

ষষ্ঠ বর্ষ

ব্যবহারিক

প্রথম থেকে পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত নুন্যতম ৫টি ভাগে নৃত্যের অভ্যাস। দশাবতার নৃত্য প্রদর্শন।

গন্ডি, খন্ডি, অরসা, নথি, বৈথী, চিরা, পালি, চোখা ও মান, উড়িষি নৃত্যে বিভিন্ন অঙ্গহার প্রদর্শন। শঙ্করাভরণ, মোহনা, সাহেবী এবং বজ্রকান্তি পল্লবী শিক্ষা।

শাস্ত্র

নায়িকা ভেদের বিভিন্ন জ্ঞান (খন্ডিতা, অভিসারিকা)। দশাবতার নৃত্যে হস্তের বিভিন্ন জ্ঞান। অসংযুক্ত মদ্রা ও সংযুক্ত মুদ্রার বিনিয়োগ শ্লোক। উড়িষ্যার বিভিন্ন মন্দির গাত্রের মূর্ত্তি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান। ওড়িশি নৃত্যে উদয়গিরি ও খন্ডগিরি ইত্যাদি মন্দির গাত্রে ভাস্কর্যের অবদান। ওড়িশি প্রাচীন গুরুদেব জীবনী ঃ পঙ্কজ চরণ দাস, দেবপ্রসাদ দাস ও কেলুচরণ মহাপাত্র।

বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র অধ্যয়ন।

সপ্তম বর্ষ

(সংগীত আচার্য্য)

ব্যবহারিক

তেরটি জেলার লোকনৃত্যের জ্ঞান। গীতগোবিন্দ ও বিভিন্ন নৃত্যনাট্যের পরিচালনার অভ্যাস।

চম্পূনৃত্য ও গুটিপু নামক বিশেষ ভঙ্গীমার অভ্যাস। প্রথম বর্ষ থেকে ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াত্মক অনুশীলন। উড়িষ্যার বিভিন্ন মন্দির গাত্রে নৃত্যসঙ্গীর মূর্ত্তিগুলির অনুকরণে নৃত্য প্রদর্শনের বিশেষ যোগ্যতা। ভাষা

www.CharukalaMandir.org

বিহীন বিভিন্ন ভাব প্রদর্শনের মাধ্যমে নৃত্যাভিনয়। মঞ্চ প্রদর্শন — দক্ষতার সঙ্গে ৩০মিঃ ওড়িশি নৃত্য প্রদর্শন।

শাস্ত্র

ওড়িশি নৃত্য একটি বিশুদ্ধ ধ্রুপদী নৃত্য — আলোচনা। ওড়িশি নৃত্যের ক্রমবিকাশ। দেবদাসী নৃত্যের ইতিহাস। উড়িষ্যার বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন রাজার রাজত্ব, তাদের ব্যক্তিগত অবদান। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় তালপদ্ধতির তুলনামূলক অধ্যয়ন। উড়িষ্যার গুহাচিত্রে ও মূর্ত্তিকলাতে নৃত্য সঙ্গেতের উদ্দেশ্য ও ভাবের অভিব্যক্তির বর্ণনা।
ওড়িশি নৃত্যে রবীন্দ্রসংগীতের প্রয়োগ। ওড়িশি নৃত্যে প্রতিটি পর্য্যায় বিভাগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা।

রবীন্দ্র নৃত্য

প্রাক-প্রাথমিক বর্ষ

ব্যবহারিক

দাদরা কাহারবা তালে যে কোন ২টি রবীন্দ্র নৃত্য।
উভয় তালের ঠেকাকে ঠায় লয়ে মুখে বলা।

প্রাথমিক বর্ষ

ব্যবহারিক

দাদরা ও কাহারবা তালে ১টি করিয়া স্বদেশ, প্রকৃতি ও বিচিত্র পর্যায়ের নৃত্য প্রদর্শন। দাদরা ও কাহারবা তালের ঠেকাকে হাতের ইংগিতে মুখে বলা।
নিম্নোক্ত পর্যায়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতগুলির নৃত্য প্রদর্শন ঃ—
বিচিত্র — হারে-রে-রে-রে-রে
স্বদেশ — আমরা সবাই রাজা
প্রকৃতি — আজি ধানের ক্ষেতে

শাস্ত্র

রবীন্দ্রনাথের যে কোন একটি কবিতা মুখস্থ।

www.CharukalaMandir.org

দাদরা, কাহারবা তালের পরিচিতি। রবীন্দ্র-নৃত্য বলিতে কি বোঝায়?

এই বর্ষের শাস্ত্র পরীক্ষা মৌখিক হইবে।

প্রথম বর্ষ

ব্যবহারিক

দাদরা, কাহারবা ও ত্রিতালের নিবন্ধ — পূজা — ১, প্রকৃতি — ১, স্বদেশ — ১, রবীন্দ্র নৃত্য। পায়ের সাহায্যে ত্রিতালের লয় প্রদর্শন।

উপরোক্ত তিনটি তাল হাতের সাহায্যে ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে প্রদর্শন।

নিম্নোক্ত পর্যায়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতগুলির নৃত্য প্রদর্শন ঃ-

প্রকৃতি — বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা, মেঘের কোলে রোদে হেসেছে।

পূজা — ও হে সুন্দর মরি মরি।

স্বদেশ — এখন আর দেরী নয়।

শাস্ত্র

আকার মাত্রিক তাললিপি।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত শিক্ষা।

দাদরা, ত্রিতাল ও কাহারবার পরিচিতি। রবীন্দ্র-নৃত্যে অন্য নৃত্যের ভাব থাকা কি উচিৎ?

সংক্ষেপে লিখন ঃ শ্যামা, চন্ডালিকা।

জীবনী ঃ জ্যোতিরীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও উদয় শঙ্কর।

দ্বিতীয় বর্ষ

(জুনিয়ার ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

ঝম্পক, তেওড়া, কাহারবা ও ত্রিতালে পূজা — ১, প্রকৃতি — ১, প্রেম — ১, স্বদেশ — ১, বিচিত্রা — ১, রবীন্দ্র নৃত্য। উপরোক্ত তালগুলি ঠায় ও দ্বিগুণ লয়ে হাতে ও পায়ে প্রদর্শন।

নিম্নোক্ত পর্যায়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলির নৃত্য প্রদর্শন ঃ-

পূজা — এই লভিনু সঙ্গ তব।

স্বদেশ — সঙ্কোচের বিহ্বলতা।

www.CharukalaMandir.org

প্রকৃতি — ও রে গৃহবাসী, হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে।
প্রেম — তোরা যে যা বলিস ভাই, বাজিবে সখী বাঁশি বাজিবে।
বিচিত্র — দুই হাতে কালের মন্দিরা।

শাস্ত্র

ঝম্পক, তেওড়া ও ত্রিতালের পরিচিতি। নৃত্য প্রদর্শনকারী স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ বিষয়ক জ্ঞান। রবীন্দ্র নৃত্যে বিচিত্র ভাবের প্রকাশ। ভানুসিংহের পদাবলীর বৈশিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক নৃত্য প্রদর্শনের নিয়ম। ভাতখন্ডে তাললিপিতে জ্ঞান।
সংক্ষেপে গল্প লিখন ঃ তাসের দেশ ও মায়ার খেলা।
জীবনী ঃ ভাতখন্ডে ও যদু ভট্ট।

তৃতীয় বর্ষ

(সিনিয়ার ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

নবতাল, ঝাঁপতাল, অর্ধঝাঁপতাল, ষষ্ঠী, রূপকড়া, একতালে — পূজা — ১, প্রেম — ১, স্বদেশ — ১, প্রকৃতি — ১, আনুষ্ঠানিক — ১, বিচিত্র — ১, রবীন্দ্র-নৃত্য। উপরোক্ত তালগুলি হাতে এবং পায়ে ঠায়, দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে প্রদর্শন।
কীর্তনাঙ্গ নৃত্য — ১টি।
নিম্নোক্ত পর্যায়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলির নৃত্য প্রদর্শন ঃ-
পূজা — তুমি নব নব রূপে এসো
প্রেম — কেটেছে একেলা বিরহের বেলা
স্বদেশ — ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা
প্রকৃতি — এসো শ্যামল সুন্দর, শ্যামল ছায়ায় নাইবা গেলে
বিচিত্র — গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির

শাস্ত্র

উপরোক্ত প্রতিটি তালের পরিচিতি। ভরত নাট্যম, কথক, মনিপুরী এবং রবীন্দ্র নৃত্যে তুলনামূলক আলোচনা। রবীন্দ্র-নৃত্যের প্রসার বিষয়ক নিজস্ব মতামত। রবীন্দ্র-নৃত্যে মুদ্রার বিশেষ আলোচনা। রবীন্দ্র নৃত্যে নৃত্যশিল্পীর

www.CharukalaMandir.org

দোষগুণ। নৃত্যে রস ও ভাবের উপযোগিতা। নৃত্যে ভাবের মাহাত্ম্য।
আকারমাত্রিক ও ভাতখন্ডে তাললিপির তুলনা।
বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র অধ্যয়ন।

সংক্ষেপে গল্প লিখন ঃ বাল্মীকি প্রতিভা, ভানুসিংহের পদাবলী।

জীবনী ঃ উদয়শঙ্কর, বিষ্ণু চক্রবর্তী, অনাদিনাথ দস্তিদার।

চতুর্থ বর্ষ

ব্যবহারিক

রবীন্দ্র-সৃষ্ট এবং অন্যান্য সকল তালের অন্যূন ১ খানা করে রবীন্দ্র-নৃত্য।
সমপদী তালে নিবদ্ধ যে কোন দুইটি গানের নৃত্য রচনার অভ্যাস।
তাল ছাড়া (টপ্পা অঙ্গের) ১টি গানের উপর নৃত্য প্রদর্শন।
ভানু সিংহ পদাবলী হইতে দুইটি নৃত্য।
বাউলাঙ্গ এবং কীর্তনাঙ্গের একটি করিয়া নৃত্য।
নিম্নোক্ত পর্যায়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলির নৃত্য প্রদর্শন ঃ-
পূজা — ফুল বলে ধন্য আমি, মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে।
প্রেম — কেন সারাদিন ধীরে ধীরে।
স্বদেশ — তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, এবার তোর মরা গাঙে।
বিচিত্র — রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও।
প্রকৃতি — চক্ষে আমার তৃষা, শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা।
আনুষ্ঠানিক — হে নূতন দেখা দিক বার বার।

শাস্ত্র

ভারতের চার ধ্রুপদী নৃত্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান। রবীন্দ্র গীতিনাট্য ও নৃত্য নাট্যগুলির পার্থক্য। রবীন্দ্র-নৃত্য লোক ও উচ্চাঙ্গ নৃত্যের প্রভাব ও প্রয়োগ। গুরুদেবের আমল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের নৃত্য ধারা।
চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের কাহিনী ও ভাবার্থ।
নবরসের পূর্ণ ব্যাখ্যা, নৃত্যে ইহার উপযোগিতা।
জীবনী ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শান্তিদেব ঘোষ।
বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র অধ্যয়ন।

---

www.CharukalaMandir.org

পঞ্চম বর্ষ

(সংগীত বিশারদ)

ব্যবহারিক

রবীন্দ্রসঙ্গীত সহযোগে প্রতি তালে ও পর্যায়ে ২টি করিয়া নৃত্য।
রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্যের নৃত্য পরিকল্পনার অভ্যাস।
লোকসুর প্রভাবিত ও খেয়াল ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতের সাথে নৃত্য পরিকল্পনার প্রকার ভেদ। তাল ছাড়া ও তাল সহ গানের সাথে নৃত্য পরিকল্পনার বৈশিষ্ট।
আড়াচৌতাল, ধামার, নবতাল, যৎ, একাদশী, সুরফাঁকতাল, ঝাঁপতালের ঠেকা ঠায় দ্বিগুণ বলা ও লেখার অভ্যাস।
নিম্নোক্ত পর্যায়ে রবীন্দ্রসংগীতগুলির নৃত্য প্রদর্শন ঃ-
পূজা — প্রথম আদি তব শক্তি, আগুনের পরশমনি, শুভ্র আসনে বিরাজ
প্রেম — যখন এসেছিলে অন্ধকারে (শাপমোচন) রোদন ভরা এ বসন্ত (চিত্রাঙ্গদা)
স্বদেশ — যদি তোর ডাক শুনে কেউ, আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
প্রকৃতি — ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে, ব্যাকুল বকুলের ফুলে, কাঁপিছে দেহলতা থর থর
বিচিত্র — এমনি করে যায় যদি দিন, তুমি কি কেবলি ছবি

শাস্ত্র

রবীন্দ্র-নৃত্য ক্রমবিকাশে নৃত্যগুরু উদয়শঙ্করের অবদান। গুরুদেবের জীবদ্দশায় প্রচলিত রবীন্দ্র নৃত্য ধারার সাথে আজকের দিনের রবীন্দ্র নৃত্যের মিল বা অমিল। শান্তিনিকেতনে সংশ্লিষ্ট সকল নৃত্যগুরুদের সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা। রবীন্দ্র-নৃত্য প্রস্তুত করতে হলে কোন কোন উচ্চাঙ্গ নৃত্যের ব্যবহার বেশী হয়? বিভিন্ন নৃত্যনাট্যের কাহিনী ও ভাবার্থ।
যে কোন রবীন্দ্রসংগীত অবলম্বনে নৃত্য পরিকল্পনা করার ক্ষমতা।

জীবনী ঃ- প্রতিমা দেবী ও পঙ্কজ কুমার মল্লিক।

বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র অধ্যয়ন।

www.CharukalaMandir.org

ষষ্ঠ বর্ষ

ব্যবহারিক

নিম্নলিখিত পর্যায় সমূহের রবীন্দ্রসঙ্গীত সহ নৃত্য প্রদর্শন ঃ—
পূজা -২, প্রকৃতি-২, প্রেম-২, কৌতুকগীত-২, বাউলাঙ্গ-২,
একতাল, চৌতাল, সুরফাঁক তাল, খেমটা তাল সম্বন্ধে জ্ঞান ও উক্ত তালগুলির মধ্যে তিনটি তালে চারটি করে রবীন্দ্রনৃত্য।
লোকনৃত্য, উচ্চাঙ্গনৃত্য এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের সহিত নৃত্য প্রদর্শন।
অভিনয় দর্শন অনুসারে মুষ্টি মুদ্রার ব্যবহার বিধি।
'নটীর পূজা' নাটকের শ্রীমতী চরিত্রের নৃত্য প্রদর্শন।
'ভানুসিংহের পদাবলী' নৃত্যনাট্যের নৃত্য প্রদর্শন।
দক্ষিণ ভারতীয় রাগে নিবদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত সহযোগে নৃত্য।

শাস্ত্র

ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাস ঃ রবীন্দ্রনৃত্যে লোকনৃত্যের স্থান, নৃত্যনাট্য ও শ্যামা ও চন্ডালিকার আলোচনা।
রবীন্দ্রনৃত্যের কথাকলি ও মনিপুরি নৃত্যের প্রভাব।
রবীন্দ্রনৃত্য একটি বিশেষ নৃত্যশৈলী।
রবীন্দ্রনৃত্যে রস ও ভাবের ভূমিকা।
রবীন্দ্রনৃত্যে সুর, তাল ও ছন্দের বৈচিত্র্য। রবীন্দ্রনৃত্যে নায়িকা চরিত্রের ভূমিকা।
ভারতীয় নৃত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান।
অভিনয় দর্শন ও নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত সংযুক্ত ও অসংযুক্ত হস্তের সম্বন্ধে জ্ঞান। পাঠ্যক্রমের নির্ধারিত সমস্ত তালের ঠেকা বিভিন্ন লয়কারীতে লিখিবার অভ্যাস।
বিভিন্ন ভারতীয় উচ্চাঙ্গ নৃত্যশৈলীর মধ্যে প্রভেদ ও বিভিন্ন শৈলীর বৈশিষ্ট্য।
জীবনী ঃ— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদুভট্ট, উদয়শঙ্কর, ভাতখন্ডে।
(বিগত বর্ষের পাঠক্রম যুক্ত থাকিবে)

www.CharukalaMandir.org

সপ্তম বর্ষ

ব্যবহারিক

নিমলিখিত পর্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতের সহিত নৃত্য প্রদর্শন ঃ—
স্বদেশ-৩, আনুষ্ঠানিক-৩, বিচিত্র-৩, প্রেম-৩, পূজা-৩, প্রকৃতি-৩।
মধ্যমান, যৎ, আড়াচৌতাল, রূপকড়া, নবপঞ্চ ও ঝাঁপতালের নৃত্য প্রদর্শন।
শ্যামা, শাপমোচন, চিত্রাঙ্গদা, চন্ডালিকা নৃত্যনাট্যের নায়িকা চরিত্রের নৃত্য প্রদর্শন।
'তাদের দেশ' নৃত্যনাট্যের বিভিন্ন চরিত্রের নৃত্য প্রদর্শন।
'মায়ার খেলা' ও 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যের মুখ্যচরিত্রের নৃত্য প্রদর্শন।
ধ্রুপদাঙ্গ, খেয়ালাঙ্গ, বাউলাঙ্গ ও কীর্তনাঙ্গের দুটি করিয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত সহযোগে নৃত্য প্রদর্শন।

শাস্ত্র

রবীন্দ্রনৃত্য শিক্ষাগ্রহণে উচ্চাঙ্গ নৃত্যের প্রয়োজনীয়তা। রবীন্দ্রনৃত্য পদ্ধতি।
রবীন্দ্রনৃত্যের স্বকীয়তার ব্যাখ্যা।
রবীন্দ্রসৃষ্ট তাল ও হিন্দুস্থানী তালের তুলনামূলক অধ্যয়ন।
নবরসের জ্ঞান ও নৃত্যে তার উপযোগিতা।
শান্তিনিকেতনে প্রবর্তিত নৃত্যনাট্যে ব্যবহৃত মঞ্চসজ্জা ও বেশভূষা সম্পর্কে আলোচনা।
তাল ও লয় সম্বন্ধে জ্ঞান এবং নৃত্যে তাল ও লয়ের ভূমিকা।
রবীন্দ্রনৃত্যে সিংহলীর নৃত্যের ভূমিকা। রবীন্দ্র প্রতিভায় পদাবলী সাহিত্যের ভূমিকা।
রবীন্দ্রনৃত্য একটি বিশেষ শৈলী-আলোচনা।
রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে বাউল সঙ্গীতের বিস্তারে 'লালন ফকির' এর প্রভাব।
ভারতীয় সঙ্গীতে উদয়শঙ্কর ও শান্তিদেব ঘোষের অবদান।
জীবনী ঃ- জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শৈলজারঞ্জন মজুমদার।
(বিগত সকল বর্ষের পাঠ্যক্রমযুক্ত থাকিবে)

www.CharukalaMandir.org

লোকনৃত্য

প্রাক্-প্রাথমিক বর্ষ

ব্যবহারিক

সরল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন এবং শারীরিক ব্যায়াম প্রদর্শক।
পদ সঞ্চালন (দাদরা ও কাহারবা তাল)।
লুড়ি (সাঁওতালী) ও জিপসী লোকনৃত্য প্রদর্শন।
দাদরা ও কাহারবা তাল প্রদর্শন।
লোকনৃত্য সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান।

প্রাথমিক বর্ষ

ব্যবহারিক

দাদরা ও কাহারবা তালে অঙ্গ ও পদ সঞ্চালন।
সাঁওতালী, জিপসী ও কাঠি লোকনৃত্য প্রদর্শন।
শারীরিক ব্যায়াম প্রদর্শন।
ত্রিতাল, কাহারবা ও দাদরা তাল প্রদর্শন।

শাস্ত্র

পরিভাষা — নৃত্য, তাল, ঠেকা, লয়, ঠায়, দ্বিগুণ, তালি, খালি, মাত্রা, বিভাগ, সম আবর্তন ও তেহাই।
পাঠ্যসূচীর তালগুলি তালি ও খালি সহ প্রদর্শন।
পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত লোকনৃত্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
ব্যবহারিক বিষয়ে কিছু মৌখিক প্রশ্ন।

প্রথম বর্ষ

ব্যবহারিক

ছন্দের মাধমে অঙ্গ সঞ্চালন করার অভ্যাস।
সারি, ধামাইল ও টুসু লোকনৃত্য প্রদর্শন।
ত্রিতালে পদ সঞ্চালন করার অভ্যাস।
বাউল অঙ্গের যে কোন একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য প্রদর্শন।
ত্রিতাল, দাদরা, কাহারবা ও খেমটা তাল তালি খালি সহ প্রদর্শন।

www.CharukalaMandir.org

শাস্ত্র

পরিভাষা ঃ- লোকনৃত্য, শাস্ত্রীয় নৃত্য, লয়, ছন্দ, নৃত্ত, নৃত্য ও নাট্য, মদ্রা, হস্তক, মষ্টি।
পাঠ্যসূচীর তালগুলির তাললিপি লিখন।
পাঠ্যসূচীর লোকনৃত্যগুলির সাজসজ্জা, বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রানুসঙ্গের জ্ঞান।
আঞ্চলিক লোকনৃত্যের সম্যক জ্ঞান।
জীবনী ঃ- মনি বৰ্দ্ধন।

দ্বিতীয় বর্ষ

ব্যবহারিক

ছন্দের মাধ্যমে অঙ্গ ও পদ সঞ্চালন।
গরবা, গরবী, ছাপেলী, ডান্ডিয়া, বিহু লোকনৃত্য প্রদর্শন।
ত্রিতাল, রূপক ও ঝাঁপতাল তালি খালি সহ প্রদর্শন।
নৃত্য প্রদর্শনে তাল ও ছন্দের জ্ঞান।
সারি অঙ্গে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য প্রদর্শন।

শাস্ত্র

পরিভাষা ঃ— নৃত্য, নৃত্ত, নাট্য, জাতি, মুষ্টি, বিভাগ, মুদ্রা, তালি ও খালি।
পাঠ্যসূচীর তালগুলির তাললিপি লিখন।
পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত লোকনৃত্যগুলির সাজসজ্জা ও যন্ত্রানুসঙ্গের সম্যক জ্ঞান।
লোকনৃত্য ও শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রভেদ।
আঞ্চলিক লোকনৃত্যের বৈশিষ্ট্য এবং তার গুণাবলী (বাংলা তথা ভারতবর্ষের)
জীবনী ঃ- নৃত্যগুরু উদয়শংকর।

তৃতীয় বর্ষ

ব্যবহারিক

ছন্দের মাধ্যমে অঙ্গ সঞ্চালন ঃ- হাঁটু, কব্জি, ঘাড়, কোমর ও চোখ।
লোকনৃত্য পরিবেশন ঃ- (বিগত বর্ষের নৃত্য সহ) ভাংড়া, ছাপেলী, টুসু, বৌ, ঝুমুর, বোড়ো ও তালিনৃত্য।

www.CharukalaMandir.org

তাল প্রদর্শন ঃ- (বিগত বর্ষের তাল সহ) ত্রিতাল ও দশকুশী।
ভাটিয়ালী সুরে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য প্রদর্শন।

শাস্ত্র

পরিভাষা ঃ- বিগত বৎসরের পরিভাষা সহ অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, মুদ্রা, মুষ্টি, বিভাগ, নৃত্য, নৃত্ত, নাট্য, জাতি।
পাঠ্যসূচীর তালগুলির তাললিপি লিখন।
ভারতীয় লোকনৃত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
পাঠ্যসূচীর লোকনৃত্যগুলির পোষাক ও পরিচ্ছদ বর্ণনা ও সহযোগী যন্ত্রানুসঙ্গ।
লোকনৃত্য ও শাস্ত্রীয় নৃত্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য।
এক হাতের মুদ্রার বর্ণনা (নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয় দর্পন মতানুসারে)

জীবনী ঃ- রুক্মিনী অরুন্ডেল।

চতুর্থ বর্ষ
ব্যবহারিক

অঙ্গ সঞ্চালন ও মুদ্রা প্রদর্শন।
নৃত্য ভঙ্গিমার শাস্ত্রোক্ত নবরসের মধ্যে যে কোন ৩টি ভাব প্রদর্শন।
তাল প্রদর্শন ঃ— ত্রিতাল, কাহারবা, দাদরা, তানচপ, মেনকুপ, তেওড়া, একতাল, ঝাঁপতাল, ঠায়, দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়কারীতে।
লোকনৃত্য প্রদর্শন ঃ— অসি, মন্দিরা, ওঝা, সিদ্ধা, স্নান, শিকারী, ঢালী, গাজন ও হোরী নৃত্য।
ধানকাটার গান সহ একটি লোক নৃত্য প্রদর্শন।
নৃত্য প্রদর্শনে তাল ও ছন্দের দক্ষতা।

শাস্ত্র

পরিভাষা ঃ— সংযুক্ত ও অসংযুক্ত মুদ্রা, উপাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ, জাতি, জাতক, ত্রিপতাক, মৃগশীর, হংশাস্য, ভ্রমর, অঞ্জলী প্রণাম, পদ্মকোষ, আলাপদ্ম।
পাঠ্যসূচীর তালগুলির লয়কারী সহ তাললিপি লিখন।
প্রবন্ধ ঃ— নৃত্যে রস ভেদ। ভারতীয় সংস্কৃতিতে লোকনৃত্যের স্থান ও প্রকারভেদ। মণিপুরে রাস নৃত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

www.CharukalaMandir.org

লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ।
ভারতীয় লোকনৃত্যের শ্রেণী বিভাজন।

জীবনী ঃ- গোপীকৃষ্ণ ও সীতারাদেবী।

লোকসঙ্গীত মুখস্থ লেখার অভ্যাস।

পঞ্চম বর্ষ

ব্যবহারিক

বিগত বর্ষের সমস্ত ক্রিয়াত্মক বিষয় অনুশীলন।
নবরসের ভাব প্রদর্শন এবং সংযুক্ত ও অসংযুক্ত মুদ্রা প্রদর্শন।
পাঠ্যসূচীর সমস্ত বর্ষের তালগুলি ঠায়, দ্বিগুণ, ত্রিগুণ ও চৌগুণ লয়কারীতে প্রদর্শন (১ম থেকে ৫ম বর্ষ পর্যন্ত)।
সারি, ভাটিয়ালী ও বাউল অঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য প্রদর্শন।
বাউল, ছৌ, তান্ডব, পূজারিনী, ভাংড়া, কুরুবন্‌জী, গম্ভীরা, কাচ্ছিঘোড়ী, নাসা লোকনৃত্য প্রদর্শন।
লোকসঙ্গীতের সঙ্গে লোকনৃত্য প্রদর্শন ঃ— ধানকাটা, রাইবেশ, সাঁওতালী, ধামাইল, মেঘরাণী, কীর্তন ও ব্রতচারী।

শাস্ত্র

ব্যাখ্যা ঃ— ৪র্থ বর্ষের পরিভাষা সহ সঙ্গীত, ব্যালে, অপেরা, আক্ষিপতা, বিষ্ণুমাল, জীবমাল, তাতামাল, ঋতুমাল, উরপ, তিরপ, পুরব, সৌমী, উরমী, ডাট, হেলা।
নবরসের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা।
একক ও সমবেত নৃত্যের বৈশিষ্ট্য ও পৃথকীকরণ।
সামাজিক পালা পার্বণ ও লোকনৃত্য। লোকনৃত্যের বেশভূষা ও যন্ত্রানুসঙ্গ।
নৃত্যের নায়ক নায়িকা ভেদ, রসভেদ ও হস্তভেদ সম্পর্কে আলোচনা।
পাঠ্যসূচীর (১ম থেকে ৫ম বর্ষ পর্যন্ত) সমস্ত তালের ঠেকা বিভিন্ন লয়কারী সহ লিখন।
তালের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ।
লোকনৃত্য ও তার ভবিষ্যৎ।
জীবনী ঃ— গুরু সদয় দত্ত।

www.CharukalaMandir.org

আবৃত্তি

পাঠক্রম

প্রাক্-প্রাথমিক বর্ষ

ব্যবহারিক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের যে কোন একটি কবিতা আবৃত্তি ও একটি ছড়া মুখস্থ।

প্রাথমিক বর্ষ

ব্যবহারিক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলামের ও সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের যে কোন একটি কবিতা আবৃত্তি।
স্বনির্বাচিত যে কোন একটি ছড়া মুখস্থ (উপরোক্ত কবি ছাড়া)

শাস্ত্র

আবৃত্তির সংজ্ঞা।
উচ্চারণের বিভিন্ন দিক। অক্ষর, বর্ণ, মাত্রার সংজ্ঞা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী বলা।

এই বর্ষের শাস্ত্র পরীক্ষা মৌখিক হইবে।

প্রথম বর্ষ

ব্যবহারিক

নিম্নলিখিত কবির যে কোন দুটি নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি।
রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সুকুমার রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং বুদ্ধদেব বসু।
যে কোন একটি কবিতার অংশ বা গদ্যাংশ পাঠ।
স্মৃতি থেকে স্বনির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি (উপরোক্ত কবি ছাড়া)

www.CharukalaMandir.org

শাস্ত্র

আবৃত্তির সংজ্ঞা ও মৌলিক গুণাবলী (বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ)
ছন্দ — সংজ্ঞা ও প্রকার ভেদ।
ছেদ, যদি, মাত্রা — সংজ্ঞা, পার্থক্য-আবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ।
স্বরপ্রক্ষেপণ — বিভিন্ন পর্যায় ও মাত্রানুযায়ী প্রয়োগ।
নাটক ও সঙ্গীত থেকে আবৃত্তির পার্থক্য।
জীবনী ঃ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম।

দ্বিতীয় বর্ষ

(জুনিয়র ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

৪টি নিম্নলিখিত কবির নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জীবনানন্দ দাশ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সুধীন্দ্র নাথ দত্ত, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত।
স্মৃতি থেকে স্বনির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি (উপরোক্ত কবি ছাড়া)
যে কোন একটি ছড়া আবৃত্তি।

শাস্ত্র

ছন্দ — মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত, এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সংজ্ঞা। এই তিন প্রকার ছন্দের প্রকার ভেদ ও প্রয়োগ।
বাংলী উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য, বাংলায় অক্ষরের মাত্রাসংখ্যা যে অনির্দিষ্ট তা উদাহরণ সহ বুঝান।
গুণগত পার্থক্য — অভিনেতা ও আবৃত্তিকার।
রস কয় প্রকার ও কি কি? আবৃত্তির ক্ষেত্রে রসের প্রয়োগ।
ছান্দসিক হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথের মূল্যায়ণ।
জীবনী ঃ- মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জীবনানন্দ, সুকান্ত।

তৃতীয় বর্ষ

(সিনিয়র ডিপ্লোমা পার্ট ওয়ান)

ব্যবহারিক

যে কোন ৪টি প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের কবিদের সুনির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি। এছাড়া বিষ্ণু দে, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

www.CharukalaMandir.org

যে কোন একটি কবিতা আবৃত্তি।
স্মৃতি থেকে সুনির্বাচিত কবিতা, গদ্যাংশ ও কাব্যনাট্য আবৃত্তি।
যে কোন একটি কাব্যনাট্য অংশবিশেষ পাঠ।
প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের শাস্ত্র বিষয়ের উপর সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন।

শাস্ত্র

কবিতার অবয়ব কি, কিভাবে তা নির্মিত, আবৃত্তির পূর্বে তা জেনে নেওয়া ভালো — আলোচনা।
আবৃত্তি শিল্প কি না — আবৃত্তিকার শিল্পী কি না মতামত।
আবৃত্তির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম ও শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অবদান ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ।
উচ্চারণ — আবৃত্তি প্রয়োগবিদ্যার অন্যতম উপাদান — আলোচনা।
আবৃত্তির ক্ষেত্রে তাল লয় ও সুরের প্রয়োগ।
বাঙলা কবিতার ছন্দকে তিনটি বৃত্তে ভাগ না করে তিন 'ঢঙ'-এর বলে বর্ণনা করার সার্থকতা।
আবৃত্তি ও কবিতা পাঠের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা।
আবৃত্তির সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীতের প্রয়োজন আছে কি না।

চতুর্থ বর্ষ

(সিনিয়র ডিপ্লোমা পার্ট টু)

ব্যবহারিক

নিম্নলিখিত কবির যে কোন পাঁচটি কবিতা আবৃত্তি —
জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শঙ্খ ঘোষ, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মনীশ ঘটক, সমর সেন ও কৃষ্ণ ধর।
যে কোন একটি সংস্কৃত ভাষার কবিতা পাঠ।
যে কোন একটি গদ্যাংশ বা নাট্যাংশ পাঠ।

শাস্ত্র

আবৃত্তির গবেষণা ও তার ফলাফল পর্যালোচনা।
আবৃত্তি স্বতন্ত্র শিল্প — এ বিষয়ে মতামত। আবৃত্তির বিভিন্ন রস নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা। সার্থক দ্বৈত আবৃত্তির নির্মাণকলা কি রূপে সম্ভব — আলোচনা।

www.CharukalaMandir.org

আবৃত্তিকার হিসাবে শম্ভু মিত্র ও কাজী সব্যসাচীর মূল্যায়ণ।
ইংরাজী, সংস্কৃত, মৈথিলী, ব্রজবুলী ও বাংলী ছন্দরীতির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ।
কাব্যনটাক পাঠ ও অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা।
শ্রুতি নাটক আবৃত্তি হিসাবে কতখানি গ্রহণযোগ্য — আলোচনা।
চতুর্দশপদী বা সনেট কথাটির তাৎপর্য।
বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র অধ্যয়ন।

পঞ্চম বর্ষ

(সিনিয়র ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

নিম্নলিখিত কবির কবিতা —
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শামসুর রহমান, নাজিম হিকমত, জসীমউদ্দীন, অমিয় চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু পত্রী।
যে কোন তিনজন বিদেশী কবির কবিতা আবৃত্তি
সাহিত্যের অংশবিশেষ পাঠ ঃ—
রক্তকরবী — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কমলাকান্তর দপ্তর — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
শেষ প্রশ্ন — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শাস্ত্র

প্রথম বর্ষ থেকে চতুর্থ বর্ষ পর্য্যন্ত শাস্ত্র বিষয়ের উপর সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন।
নিমলিখিত কবির কাব্যরীতির দর্শনতত্ত্ব পর্যালোচনা ঃ—
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য, জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে।
বাংলার প্রথম কবি ও আবৃত্তিকার কে? এবিষয়ে আপনার গ্রহণযোগ্য আলোচনা।
কি কি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখলে আবৃত্তিযোগ্য কবিতা নির্বাচন সহজ হবে — ব্যাখ্যা।
ছড়ার বৈশিষ্ট্য এবং ভাষা শিক্ষায় ছড়ার স্থান।
কাব্যনাট্য ও নাট্যকারের পার্থক্য। স্মৃতি থেকে গদ্য কি আবৃত্তি?
রবীন্দ্র কাব্যধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান প্রসঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব আলোচনা।

www.CharukalaMandir.org

কবি ও আবৃত্তিকারদের রীতি বিচার ও মূল্যায়ণ।
প্রবন্ধ ঃ আবৃত্তির মূল ভিত্তি কী — ছন্দ না ভাব।
ভাষাভেদে — ইংরাজী, জার্মানি, সংস্কৃত, উর্দু, হিন্দী প্রভৃতি আবৃত্তির প্রয়োগ রূপরীতি সম্পর্কে আলোচনা।

★ বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র অধ্যয়ণ।

ষষ্ঠ বর্ষ

(আবৃত্তি বিশারদ)

ব্যবহারিক

নিম্নলিখিত কবির কবিতা আবৃত্তি —
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাস ও জসীমউদ্দীন।
বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের কবিতা আবৃত্তি।
গদ্যাংশ পাঠ। যে কোন বিদেশী কবির কবিতা আবৃত্তি।

শাস্ত্র

আবৃত্তি শিল্পের প্রধান উপাদান হলো — উচ্চারণ — আলোচনা।
সঙ্গীত, অভিনয় ও আবৃত্তি — একটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল — বিস্তৃত ব্যাখ্যা।
আবৃত্তিকার হতে হলে — ছন্দের বিজ্ঞান সম্পর্কে মূল্যায়ণ।
ছন্দ প্রধান, সুর প্রধান, ভাব প্রধান ও কাহিনী প্রধান বিষয়ে আলোচনা।
বাংলা ছন্দ রচনার তিন রীতি সম্পর্কে আলোচনা।
দেশীয় ও বিদেশীয় কাব্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যানুসারে রচিত মধুসূদন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র রচিত কাব্যগুলিকে মহাকাব্য বলা যায় কি না — যদি বলা যায় তাহলে বাংলা কাব্যসাহিত্যের ধারায় এই ধারাবলুপ্তির কারণ আলোচনা।
আবৃত্তি চর্চার ক্রমবিকাশ।

সপ্তম বর্ষ

(আবৃত্তি বিশারদ)

পার্ট টু

ব্যবহারিক

প্রথম বর্ষ থেকে ষষ্ঠ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্যবহারিক বিষয়ের উপর সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, দীনেশ দাশ ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা আবৃত্তি।

www.CharukalaMandir.org

শাস্ত্র

আবৃত্তির জন্য একটি উন্নত পরিশীলিত এবং পরিমার্জিত বাচনভঙ্গির প্রয়োজন — আলোচনা।
ঈশ্বরগুপ্ত যুগসন্ধির কবি — আলোচনা।
বাংলা কবিতার শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা।
বাংলা সাহিত্যের আদিগুরু — জয়দেব, কথাটির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা।
কোন্ কোন্ বাক্ প্রত্যঙ্গের সাহায্যে কোন্ কোন্ ধ্বনি উচ্চারণ করা যায় — আলোচনা।
বাংলা নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের মূল্যায়ণ।
মহাকাব্য রচয়িতা রূপে মাইকেল প্রতিভার মূল্যায়ণ।
আবৃত্তি হচ্ছে অন্তরের অনুভূত জ্ঞান, উপলব্ধি-আবেগ প্রকাশ এ সম্বন্ধে অভিমত সম্বলিত রচনা।

★ পূর্ববর্তী সকল বর্ষের শাস্ত্র অধ্যয়ন।

অষ্টম বর্ষ

(আবৃত্তি বিশারদ)

মোট ৪০০ নম্বর

ব্যবহারিক (Practical) ২০০ নম্বর

প্রথম বর্ষ থেকে সপ্তম বর্ষ পর্য্যন্ত ব্যবহারিক বিষয়ের উপর সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন।

শাস্ত্র (Theory) ২০০ নম্বর

আবৃত্তি চর্চার ক্রমবিকাশ।
একটি সুন্দর অনুষ্ঠান উপস্থাপনার জন্য একজন সার্থক উপস্থাপকের কি কি অনুশীলন প্রয়োজন — বিস্তৃত ব্যাখ্যা।
ছড়ার বৈশিষ্ট্য, ছড়া বাংলার লোকসাহিত্যের অন্যতম একটি প্রাচীন মাধ্যম — বর্ণনা।
আধুনিক কবিতা আবৃত্তির একটি পৃথক রীতি বা ঢং আছে — তথ্য নির্ভর আলোচনা।
বাংলা গদ্য ভাষা ও সাহিত্য রচনার সূচনা পূর্বে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের গুরুত্ব আলোচনা।

www.CharukalaMandir.org

কবিতা সাধারণত চারপ্রকার। ভাবপ্রধান, ছন্দপ্রধান, সুরপ্রধান ও কাহিনীপ্রধান — বিশ্লেষণ।

আবৃত্তি এবং সঙ্গীত দুটি পৃথক শিল্প মাধ্যম হলেও একটির সঙ্গে অপরটি আত্মীকভাবে সম্পর্কীত — আলোচনা।

কাব্যনাট্য পাঠ এবং অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা।

বাংলা কাব্যে বিদেশী কবিদের প্রভাব নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ।

★ বিগত সকল বর্ষের ব্যবহারিক ও শাস্ত্র বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হবে।

www.CharukalaMandir.org

সহায়ক পুস্তক তালিকা

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জন্য

ভাতখন্ডে ক্রমিক পুস্তক মালিকা (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খন্ড)

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস	—	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
মগন গীত	—	চিন্ময় লাহিড়ী
সঙ্গীত তত্ত্ব	—	দেবব্রত দত্ত

রবীন্দ্রসঙ্গীত

রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি	—	স্বর বিতান দ্রষ্টব্য
সঙ্গীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান	—	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সঙ্গীত তত্ত্ব	—	দেবব্রত দত্ত

নজরুল গীতি

নজরুলগীতি অন্বেষা	—	কল্পতরু সেনগুপ্ত
সঙ্গীত তত্ত্ব	—	দেবব্রত দত্ত

ভাবসংগীত (সুগম)

শাক্ত পদাবলী	—	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
সঙ্গীত পরিক্রমা	—	নারায়ণ চৌধুরী

লোকসঙ্গীত

লোকসঙ্গীত সমীক্ষা	—	হেমাঙ্গ বিশ্বাস
বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর	—	ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য

তবলা

তবলার ব্যাকরণ	—	প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

নৃত্যের জন্য

কত্থক নৃত্য	—	প্রহ্লাদ দাস
নৃত্য ভারত	—	ডঃ মঞ্জুলিকা রায়চৌধুরী

চিত্রকলা

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী	—	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শিল্প ও শিল্পী	—	কৃষ্ণলাল দাস
চিত্রকলা	—	চন্দ্রিমা দাশগুপ্ত, অরবিন্দ ঘোষ

নবম সংস্করণ পাঠ্যসূচী ১লা এপ্রিল, ২০১৪ সাল হইতে প্রযোজ্য

চিত্রকলা

মূল্য - একশ টাকা

সর্বভারতীয় চারুকলা মন্দিরের পক্ষে কর্মসচিব কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
রেজিঃ হেড অফিস - ৫বি/৩, বিপিন মিত্র লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪
দূরভাষ - ০৩৩ ২৫৫৫ ০০৪৯ মোবাইল - ৯৮৩১১৪৩৭৯২

সর্বভারতীয় চারুকলা মন্দির

(অল-ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাসোসিয়েশন)

— পাঠ্যক্রম —

আবৃত্তি

(Recitation)

www.CharukalaMandir.org

আবৃত্তি

পাঠক্রম

প্রাক্-প্রাথমিক বর্ষ

ব্যবহারিক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের যে কোন একটি কবিতা আবৃত্তি ও একটি ছড়া মুখস্থ।

প্রাথমিক বর্ষ

ব্যবহারিক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলামের ও সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের যে কোন একটি কবিতা আবৃত্তি।

স্বনির্বাচিত যে কোন একটি ছড়া মুখস্থ (উপরোক্ত কবি ছাড়া)

শাস্ত্র

আবৃত্তির সংজ্ঞা।

উচ্চারণের বিভিন্ন দিক। অক্ষর, বর্ণ, মাত্রার সংজ্ঞা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী বলা।

এই বর্ষের শাস্ত্র পরীক্ষা মৌখিক হইবে।

প্রথম বর্ষ

ব্যবহারিক

নিম্নলিখিত কবির যে কোন দুটি নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি।

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সুকুমার রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং বুদ্ধদেব বসু।

যে কোন একটি কবিতার অংশ বা গদ্যাংশ পাঠ।

স্মৃতি থেকে স্বনির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি (উপরোক্ত কবি ছাড়া)

www.CharukalaMandir.org

আবৃত্তি

পাঠক্রম

প্রাক্-প্রাথমিক বর্ষ

ব্যবহারিক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের যে কোন একটি কবিতা আবৃত্তি ও একটি ছড়া মুখস্থ।

প্রাথমিক বর্ষ

ব্যবহারিক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলামের ও সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের যে কোন একটি কবিতা আবৃত্তি।
স্বনির্বাচিত যে কোন একটি ছড়া মুখস্থ (উপরোক্ত কবি ছাড়া)

শাস্ত্র

আবৃত্তির সংজ্ঞা।
উচ্চারণের বিভিন্ন দিক। অক্ষর, বর্ণ, মাত্রার সংজ্ঞা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী বলা।

এই বর্ষের শাস্ত্র পরীক্ষা মৌখিক হইবে।

প্রথম বর্ষ

ব্যবহারিক

নিম্নলিখিত কবির যে কোন দুটি নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি।
রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সুকুমার রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং বুদ্ধদেব বসু।
যে কোন একটি কবিতার অংশ বা গদ্যাংশ পাঠ।
স্মৃতি থেকে স্বনির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি (উপরোক্ত কবি ছাড়া)

www.CharukalaMandir.org

যে কোন একটি কবিতা আবৃত্তি।

স্মৃতি থেকে সুনির্বাচিত কবিতা, গদ্যাংশ ও কাব্যনাট্য আবৃত্তি।

যে কোন একটি কাব্যনাট্য অংশবিশেষ পাঠ।

প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের শাস্ত্র বিষয়ের উপর সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন।

শাস্ত্র

কবিতার অবয়ব কি, কিভাবে তা নির্মিত, আবৃত্তির পূর্বে তা জেনে নেওয়া ভালো — আলোচনা।

আবৃত্তি শিল্প কি না — আবৃত্তিকার শিল্পী কি না মতামত।

আবৃত্তির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম ও শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অবদান ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ।

উচ্চারণ — আবৃত্তি প্রয়োগবিদ্যার অন্যতম উপাদান — আলোচনা।

আবৃত্তির ক্ষেত্রে তাল লয় ও সুরের প্রয়োগ।

বাঙলা কবিতার ছন্দকে তিনটি বৃত্তে ভাগ না করে তিন 'ঢঙ'-এর বলে বর্ণনা করার সার্থকতা।

আবৃত্তি ও কবিতা পাঠের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা।

আবৃত্তির সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীতের প্রয়োজন আছে কি না।

চতুর্থ বর্ষ

(সিনিয়র ডিপ্লোমা পার্ট টু)

ব্যবহারিক

নিম্নলিখিত কবির যে কোন পাঁচটি কবিতা আবৃত্তি —

জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শঙ্খ ঘোষ, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মনীশ ঘটক, সমর সেন ও কৃষ্ণ ধর।

যে কোন একটি সংস্কৃত ভাষার কবিতা পাঠ।

যে কোন একটি গদ্যাংশ বা নাট্যাংশ পাঠ।

শাস্ত্র

আবৃত্তির গবেষণা ও তার ফলাফল পর্যালোচনা।

আবৃত্তি স্বতন্ত্র শিল্প — এ বিষয়ে মতামত। আবৃত্তির বিভিন্ন রস নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা। সার্থক দ্বৈত আবৃত্তির নির্মাণকলা কি রূপে সম্ভব — আলোচনা।

www.CharukalaMandir.org

আবৃত্তিকার হিসাবে শম্ভু মিত্র ও কাজী সব্যসাচীর মূল্যায়ণ।
ইংরাজী, সংস্কৃত, মৈথিলী, ব্রজবুলী ও বাংলী ছন্দরীতির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ।
কাব্যনটাক পাঠ ও অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা।
শ্রুতি নাটক আবৃত্তি হিসাবে কতখানি গ্রহণযোগ্য — আলোচনা।
চতুর্দশপদী বা সনেট কথাটির তাৎপর্য।
বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র অধ্যয়ন।

পঞ্চম বর্ষ

(সিনিয়র ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

নিম্নলিখিত কবির কবিতা —
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শামসুর রহমান, নাজিম হিকমত, জসীমউদ্দীন, অমিয় চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু পত্রী।
যে কোন তিনজন বিদেশী কবির কবিতা আবৃত্তি
সাহিত্যের অংশবিশেষ পাঠ ঃ—
রক্তকরবী — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কমলাকান্তর দপ্তর — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
শেষ প্রশ্ন — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শাস্ত্র

প্রথম বর্ষ থেকে চতুর্থ বর্ষ পর্য্যন্ত শাস্ত্র বিষয়ের উপর সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন।
নিমলিখিত কবির কাব্যরীতির দর্শনতত্ত্ব পর্যালোচনা ঃ—
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য, জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে।
বাংলার প্রথম কবি ও আবৃত্তিকার কে? এবিষয়ে আপনার গ্রহণযোগ্য আলোচনা।
কি কি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখলে আবৃত্তিযোগ্য কবিতা নির্বাচন সহজ হবে — ব্যাখ্যা।
ছড়ার বৈশিষ্ট্য এবং ভাষা শিক্ষায় ছড়ার স্থান।
কাব্যনাট্য ও নাট্যকারের পার্থক্য। স্মৃতি থেকে গদ্য কি আবৃত্তি?
রবীন্দ্র কাব্যধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান প্রসঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব আলোচনা।

www.CharukalaMandir.org

কবি ও আবৃত্তিকারদের রীতি বিচার ও মূল্যায়ণ।
প্রবন্ধ ঃ আবৃত্তির মূল ভিত্তি কী — ছন্দ না ভাব।
ভাষাভেদে — ইংরাজী, জার্মানি, সংস্কৃত, উর্দু, হিন্দী প্রভৃতি আবৃত্তির প্রয়োগ রূপরীতি সম্পর্কে আলোচনা।

★ বিগত সকল বর্ষের শাস্ত্র অধ্যয়ণ।

ষষ্ঠ বর্ষ

(আবৃত্তি বিশারদ)

ব্যবহারিক

নিম্নলিখিত কবির কবিতা আবৃত্তি —
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাস ও জসীমউদ্দীন।
বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের কবিতা আবৃত্তি।
গদ্যাংশ পাঠ। যে কোন বিদেশী কবির কবিতা আবৃত্তি।

শাস্ত্র

আবৃত্তি শিল্পের প্রধান উপাদান হলো — উচ্চারণ — আলোচনা।
সঙ্গীত, অভিনয় ও আবৃত্তি — একটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল — বিস্তৃত ব্যাখ্যা।
আবৃত্তিকার হতে হলে — ছন্দের বিজ্ঞান সম্পর্কে মূল্যায়ণ।
ছন্দ প্রধান, সুর প্রধান, ভাব প্রধান ও কাহিনী প্রধান বিষয়ে আলোচনা।
বাংলা ছন্দ রচনার তিন রীতি সম্পর্কে আলোচনা।
দেশীয় ও বিদেশীয় কাব্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যানুসারে রচিত মধুসূদন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র রচিত কাব্যগুলিকে মহাকাব্য বলা যায় কি না — যদি বলা যায় তাহলে বাংলা কাব্যসাহিত্যের ধারায় এই ধারাবলুপ্তির কারণ আলোচনা।
আবৃত্তি চর্চার ক্রমবিকাশ।

সপ্তম বর্ষ

(আবৃত্তি বিশারদ)

পার্ট টু

ব্যবহারিক

প্রথম বর্ষ থেকে ষষ্ঠ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্যবহারিক বিষয়ের উপর সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, দীনেশ দাশ ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা আবৃত্তি।

www.CharukalaMandir.org

শাস্ত্র

আবৃত্তির জন্য একটি উন্নত পরিশীলিত এবং পরিমার্জিত বাচনভঙ্গির প্রয়োজন — আলোচনা।
ঈশ্বরগুপ্ত যুগসন্ধির কবি — আলোচনা।
বাংলা কবিতার শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা।
বাংলা সাহিত্যের আদিগুরু — জয়দেব, কথাটির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা।
কোন্ কোন্ বাক্ প্রত্যঙ্গের সাহায্যে কোন্ কোন্ ধ্বনি উচ্চারণ করা যায় — আলোচনা।
বাংলা নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের মূল্যায়ণ।
মহাকাব্য রচয়িতা রূপে মাইকেল প্রতিভার মূল্যায়ণ।
আবৃত্তি হচ্ছে অন্তরের অনুভূত জ্ঞান, উপলব্ধি-আবেগ প্রকাশ এ সম্বন্ধে অভিমত সম্বলিত রচনা।

★ পূর্ববর্তী সকল বর্ষের শাস্ত্র অধ্যয়ন।

অষ্টম বর্ষ

(আবৃত্তি বিশারদ)

মোট ৪০০ নম্বর

ব্যবহারিক (Practical) ২০০ নম্বর

প্রথম বর্ষ থেকে সপ্তম বর্ষ পর্য্যন্ত ব্যবহারিক বিষয়ের উপর সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন।

শাস্ত্র (Theory) ২০০ নম্বর

আবৃত্তি চর্চার ক্রমবিকাশ।
একটি সুন্দর অনুষ্ঠান উপস্থাপনার জন্য একজন সার্থক উপস্থাপকের কি কি অনুশীলন প্রয়োজন — বিস্তৃত ব্যাখ্যা।
ছড়ার বৈশিষ্ট্য, ছড়া বাংলার লোকসাহিত্যের অন্যতম একটি প্রাচীন মাধ্যম — বর্ণনা।
আধুনিক কবিতা আবৃত্তির একটি পৃথক রীতি বা ঢং আছে — তথ্য নির্ভর আলোচনা।
বাংলা গদ্য ভাষা ও সাহিত্য রচনার সূচনা পূর্বে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের গুরুত্ব আলোচনা।

www.CharukalaMandir.org

কবিতা সাধারণত চারপ্রকার। ভাবপ্রধান, ছন্দপ্রধান, সুরপ্রধান ও কাহিনীপ্রধান — বিশ্লেষণ।

আবৃত্তি এবং সঙ্গীত দুটি পৃথক শিল্প মাধ্যম হলেও একটির সঙ্গে অপরটি আত্মীকভাবে সম্পর্কীত — আলোচনা।

কাব্যনাট্য পাঠ এবং অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা।

বাংলা কাব্যে বিদেশী কবিদের প্রভাব নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ।

★ বিগত সকল বর্ষের ব্যবহারিক ও শাস্ত্র বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হবে।

সর্বভারতীয় চারুকলা মন্দিরের পক্ষে কর্মসচিব কর্তৃক প্রকাশিত।
রেজিঃ হেড অফিস - ৫বি/৩, বিপিন মিত্র লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪
দূরভাষ - ০৩৩ ২৫৫৫ ০০৪৯ মোবাইল - ৯৮৩১১৪৩৭৯২

নবম সংস্করণ পাঠ্যসূচী ১লা এপ্রিল, ২০১৪ সাল হইতে প্রযোজ্য

চিত্রকলা

মূল্য - একশ টাকা

সর্বভারতীয় চারুকলা মন্দিরের পক্ষে কর্মসচিব কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
রেজিঃ হেড অফিস - ৫বি/৩, বিপিন মিত্র লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪
দূরভাষ - ০৩৩ ২৫৫৫ ০০৪৯ মোবাইল - ৯৮৩১১৪৩৭৯২